



মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনায় সরকারি স্কুলের ল্যাবে অ্যামোনিয়া বিস্ফোরণ হয়ে শিক্ষক-সহ ১০ জন ছাত্রী গুরুতর ভাবে আহত। ...বিস্তারিত পাতা ৩



গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের জয়ীপ্রার্থীদের চিঠি দেওয়ার পর সেই চিঠি পুনরায় ফেরত চাওয়ায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়লো পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। ...বিস্তারিত পাতা ৫



লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, “আমার কাছে এটি অত্যন্ত স্মরণীয় মুহূর্ত।” ...বিস্তারিত পাতা ৬



চোটের কারণে প্রায় ১০ মাস মাঠের বাইরে থাকা বুমরা টি২০ দিয়ে ফিরতে চলেছেন মাঠে। শুধু একজন বোলার হিসেবে নয়, মাঠে ফিরছেন অধিনায়ক হয়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে!’ জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে বিধানসভায় মুখ খুললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন তিনি বলেন, “জাতীয় শিক্ষানীতি রাজ্য সরকার পুরোপুরি মানেনি। রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে এই নিয়েছে, এটা কিন্তু ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স, চার বছর হওয়াতে অনেকে ভাবছেন রাজ্য মেনে নিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ ছিল। এটা না করলে সুপারিশ ছত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমস্যার মধ্যে পড়তেন। একাধিক ইস্যুতে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে রাজ্যের আপত্তি আছে।” বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এদিন এমনটাই জানানেন শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মাস দেড়েক আগে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “একটি বিভ্রান্তমূলক খবর প্রচারিত হচ্ছে যে রাজ্য সরকার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি মেনে নিয়েছে। এটিকে সত্যের অপলাপ বললে কম বলা হবে। রাজ্য সরকার একটি সম্পূর্ণ পৃথক স্টেট এডুকেশন পলিসি তৈরি করেছে,



যেখানে সমস্ত ‘বেস্ট প্র্যাকটিসেস’ বা ভাল ব্যবস্থাপনাকে নেওয়া হয়েছে। ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু না করলে আমাদের ৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশই নিতে পারতো না। এক্ষেত্রে তাদের বাইরের রাজ্যে গিয়ে পড়ার প্রবণতা বেড়ে যেতো। যারা আর্থিক ভাবে অক্ষম, তারা বিপদে পড়তো। এই সমস্ত কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা অপপ্রচারে নেমেছেন, তারা রাজ্য এবং রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ বিরোধী কথা বলেন।” পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর মতব্য, “৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স রেখে দিতে বিগত বার সরকারের প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া বা ব্রিজ কোর্স চালু করার মতো বা হয়তো তার থেকেও বেশি ছাত্রবিরোধী সিদ্ধান্ত হতো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের আপ্যার ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত চালু করতে বলেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন জিনিস, যেমন বিদ্যালয়ে ৫+৩+৩+৪ শ্রেণি চালু করা বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ, এইরকম অনেকগুলি নীতির বিরোধিতা আমরা করেছি এবং আমাদের রাজ্য শিক্ষানীতিতে গ্রহণ করিনি।”

‘এক অমানবিক সরকার’, ডিএ ইস্যুতে বিধানসভায় বিধলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্য রাজ্য সরকারকে চরম কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার একের পর এক আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, “আপনার সরকারের আমলে বাজার দর বাড়ছে। আপনি প্রাণী সম্পদে কোনও ডাক্তার নিয়োগ করেননি। হেলথ সেক্টর চালাচ্ছেন আশা কন্ঠীরা।” একইসঙ্গে রাজ্যের বেকারত্ব নিয়েও সোচ্চার হন শুভেন্দু। বিধানসভা চত্বরে সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু বলেন, “বাংলায় দু কোটি বেকার কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। অমানবিক, বর্বর, অহংকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সমস্ত শূন্য পদে ৬ মাসে স্বচ্ছ নিয়োগের দাবি রাখছি। আমি রাজ্য নির্বাচন কমিশনে আরটিআই করে জানতে চেয়েছিলাম, কাস্ট রিজার্ভ আসনে যারা প্রার্থী হয়েছেন, সেই তালিকা চেয়েছিলাম। ডুয়ে সাটিফিকেট আমরা পেয়েছি। আমার ধারণা, ওবিসি-র ক্ষেত্রে যে তথ্য পেয়েছি, সেটার অধিকাংশই ভুলো।”

‘আইন-শৃঙ্খলা নেই, ভেঙে পড়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র’ মণিপুর পুলিশকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা, তলব ডিজিপিকে

নয়াদিল্লি, ১ আগস্টঃ মঙ্গলবার মণিপুরের হিংসার বিষয়ে একগুচ্ছ মামলার শুনানি চলাকালীন, মণিপুর পুলিশ এবং প্রশাসনকে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। তিন মাস ধরে চলা এই লাগাতার হিংসার বিভিন্ন ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে মণিপুর পুলিশের আসল্য ধরা পড়েছে বলে নিন্দা করেছে শীর্ষ আদালত। শুধু তাই নয়, আদালতের মতে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। আদালত দেখেছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে ঘটনার পর প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়নি। হিংসার বিষয়ে ৬০০০-এর বেশি এফআইআর করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারের সংখ্যা হাতে গোনা। এই অবস্থার, শুক্রবার দুপুর ২টায় শীর্ষ আদালতে মণিপুর পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পলিওয়াল এবং বিচারপতি মোজাজ মিশের বৈধ। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, “তদন্তে যে বিলম্ব হয়েছে, তা প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিষ্কার। এফআইআর নিবন্ধন, সাক্ষীদের বক্তব্য নথিভুক্ত করা এবং গ্রেফতারের মধ্যে প্রচুর সময়ের ফারাক রয়েছে। ক্রমানুসারে কীভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে, তা জানতে চায় আদালত। তাই, আমরা মণিপুরের ডিজিপিকে শুক্রবার দুপুর ২টায় ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত থাকতে এবং



এদিন রাজ্যের পক্ষে সেই প্রশ্নগুলির লিখিত জবাব জমা দেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তুষার মেহতা এদিন আদালতকে জানান, মোট ৬৫৬২টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি মামলা মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের। এর মধ্যে কতগুলি ‘জিরো এফআইআর’ এবং সেগুলি কতদিনের মধ্যে নিয়মিত এফআইআর-এর রূপান্তরিত হয়েছে, তা জানতে চান প্রধান বিচারক। সলিসিটর জেনারেলের কাছে এর জবাব ছিল না। মৌন হিংসার যে ভয়ানক ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে গোটা দেশে ক্ষোভের

বিচারপতি বলেন, “৪ মে-র ঘটনার বিষয়ে এফআইআর নথিভুক্ত হচ্ছে ৭ জুলাই। স্পষ্টতই এফআইআর দায়ের করতে অনেক দেরী হয়েছে। এটা গুরুতর বিষয়। একটি বা দুটি মামলা ছাড়া, কোনও মামলার ক্ষেত্রে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। খুবই অলস গতিতে তদন্ত চলছে। দুই মাস পর এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়নি। দীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষীদের বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, মে মাসের শুরু থেকে জুলাইয়ের শেষ অবধি রাজ্যে কোনও আইন ছিল না। রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল।

আচ্ছন্ন ভাব কাটতেই বাড়ি ফিরতে চাইলেন বুদ্ধাবু



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ ফুসফুসের সংক্রমণ ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রাও বেড়েছে। কিন্তু অনেকটাই কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রা। সেই কারণেই এ দিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে এক ইউনিট হেল রাত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। তার পরেও হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সন্তোষজনক না হলে আগামিকাল ফের এক ইউনিট রক্ত দেওয়া হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। মঙ্গলবার বিকেলে উড্ডানপ্রস্থ হাসপাতালের পক্ষ থেকে দেওয়া মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, আপাতত স্থিতিশীলই রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গতকাল

তাকে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে বের করে নিয়ে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। এখনও বাইপ্যাপ সাপোর্টেই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তবে হিমোগ্লোবিন কম থাকেও এ দিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অন্যান্য রুটিন পরীক্ষার রিপোর্ট সন্তোষজনকই এসেছে। ফলে চিকিৎসকদের উদ্বেগও কিছুটা কমেছে। তবে এখনও রহিসস টিউব দিয়েই খাওয়ানো হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন থেকে বের করে নিয়ে আসার পর তিনি সচেতনই রয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজে একটানা বাইপ্যাপ সাপোর্টে থাকতে চাইছেন না। তাই পাঁচ-ছ ঘণ্টা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখার পর তাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন চিকিৎসকরা। আচ্ছন্ন ভাব কিছুটা কাটার পর থেকেই অবশ্য বাড়ি ফেরার জন্য উৎসুক হয়ে উঠছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক ৮ আগস্ট ১০ আগস্ট জবাব দেবেন মোদি



নয়াদিল্লি, ১ আগস্টঃ নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আগামী সপ্তাহে আলোচনা হবে লোকসভায়। আগামী ৮ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত এই আলোচনা চলার কথা। সম্ভবত ১০ আগস্ট বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতি আদায় করতেই মূলত এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিরোধীরা। কারণ সংখ্যার নিরিখে মোদি সরকারের অনাস্থা ভোটটি বিপাকে ফেলা যে প্রায় অসম্ভব, তা বিরোধীরাও ভাল ভাবে জানে। লোকসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও এই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে বয়কট করেন। তাঁদের দাবি ছিল, নতুন কোনও বিল পাশ স্বগিত রেখে আগে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে হবে সরকারকে। আবার সরকার পক্ষের পাণ্ডা দাবি, এমন কোনও নিয়ম বা পূর্ব নজির নেই যে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনলে অবিলম্বে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। গত ২৬ জুলাই লোকসভায় এই অনাস্থা প্রস্তাব আনেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। বিরোধী পক্ষের পঞ্চাশ জন সাংসদ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করায় বিলটি গ্রহণ করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে পড়ল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ২০১৮ সালের ২০ জুলাইতেও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত বিপুল ব্যবধানে আস্থা ভোটটি জয়ই এনডিএ সরকার।

বার বার সমন পাঠিয়েও হাজিরা দেননি নুসরত, অথচ একই দোষে গ্রেফতার হন তাঁর সঙ্গী!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ নুসরত জাহান বিতর্ক। আর্থিক প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতে যত তথ্য প্রকাশ্যে আসছে, ততই রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জানা দিয়েছে, ব্যান্ধকমীদের ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগের বিষয়টি অনেক আগেই জেনেছিল গড়িয়াহাট থানা। কিন্তু প্রথমে দিল্লি থাকেন। এছাড়াও কলকাতার হাজির থাকতেন। তাঁর আইনজীবী হাজির থাকতেন। ওই আবেদন পাঞ্জির মধ্যে যোগে আদালত। বিচারক স্পষ্ট নির্দেশ দেন পরবর্তী শুনানির দিন ২৭ এপ্রিল তাঁকে সশরীরে হাজির হতে হবে। সেই সঙ্গে হস্তফলনামা পেশ করতে নির্দেশ। কিন্তু জামুয়ারি ৬ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর আদালত অভিযুক্ত সংস্থার

আট জনকে ২৬ শে ফেব্রুয়ারির দিন হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও নুসরত জাহান সেই সমনে হাজিরা দেননি। ৫ এপ্রিল নুসরত আদালতে নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে আবেদন জানান, সশরীরে তাঁর পক্ষে আদালতে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি ব্যস্ত। তিনি একজন সঙ্গী। তিনি বছরের বেশি সময় দিল্লি থাকেন। এছাড়াও কলকাতার বাইরে থাকেন। তাঁর আইনজীবী হাজির থাকতেন। ওই আবেদন পাঞ্জির মধ্যে যোগে আদালত। বিচারক স্পষ্ট নির্দেশ দেন পরবর্তী শুনানির দিন ২৭ এপ্রিল তাঁকে সশরীরে হাজির হতে হবে। সেই সঙ্গে হস্তফলনামা পেশ করতে নির্দেশ। কিন্তু জামুয়ারি ৬ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর আদালত অভিযুক্ত সংস্থার



যেহে নন এল্লিকিউশন রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় আদালতে। আদালত এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বিনায়ক সেন এবং বিষ্ণু চরণ দাসের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল।

গড়িয়াহাট থানার তদন্তকারী আধিকারিক জানান, ওই দুই ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। তবে এই মামলায় আদালতের নির্দেশে রাকেশ সিং-কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি বর্তমানে জামিন আছে। অর্থাৎ সেভেন সেলসে কোম্পানিতে নুসরতের পাশাপাশি আরও যে কয়েকজন ডিরেক্টর ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার পরোয়ানা জারি হয়। গ্রেফতার করা হয় নুসরতের সঙ্গী রাকেশ সিংকে। তবুও কেন নুসরতের বিরুদ্ধে কড়া কোনও পদক্ষেপ নয়, তা নিয়েই প্রশ্ন থাকছে। যদিও এই অভিযোগকে গুরুত্বই দিতে চাইছে না তৃণমূল। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আমি এসব ব্যাপার বিশ্লেষণ করি না। আমি মনে করি না নুসরত এই ধরনের

কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত।” এই প্রসঙ্গে নুসরত জাহান তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান, এটি দশ বছর আগের ঘটনা। যা বলায় আইনজীবীরাই বলবেন। তারকা সাংসদের তরফ থেকে জানানো হয়, নুসরত এই মুহূর্তে বসিরহাটে ‘মেন্টাল’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। গোটা বিষয়টি তার আইনজীবীরা দেখছেন। যেহেতু ইডি-র মতো সংস্থার কাছে নালিশ জানানো হয়েছে, তাই এই মামলাটি নিয়ে তাঁর আইনজীবীরা আইনি পথেই এগাবেন। জীবী-র তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি কোনও চিঠি বা নোটিশ পাননি। আইনজীবীদের পরামর্শ নিয়ে ভবিষ্যতে তিনি গোটা বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে পারেন। তার আগে তিনি কিছু বলবেন না।

উত্তরাখণ্ডে ৫ আগস্ট পর্যন্ত হুলুদ সতর্কতা জারি

দেহরাদুন, ১ আগস্ট : উত্তরাখণ্ডে জনগণতার বৃষ্টির কারণে মানুষের ক্ষতিগ্রস্ততা। বর্ষাঋতু হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দক্ষতর আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হুলুদ সতর্কতা জারি করেছে। বৃষ্টির কারণে শ্রমিকের ফলে রাজ্যে তামাশী সীমান্ত নড়ক সহ ১৬০টি সড়ক অবরুদ্ধ হয়েছে। সেই রাস্তাগুলি খোলার কাজ শুরু হয়েছে জোরকমের। হুলুদবার সকালে দেহরাদুন প্রদেশের বেশ কিছু জায়গায় হালকা রোদ ঠেঠেছে। যদিও আকাশে কিছু মেঘ দেখা গিয়েছে। আবহাওয়া দক্ষতর জারি করা নির্দেশ থেকে জানা গিয়েছে, ৫ আগস্ট পর্যন্ত সব জেলায় ভারি বৃষ্টির হুলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই কারণে ভারি বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সবেদেনাশীল এলাকায় কয়েকটি জায়গায় ভূমিধস এবং পানির পড়ার কারণে সড়ক ও বাহাসড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দক্ষতরের নির্দেশে বিক্রম শি জাণিয়েছেন, আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পুরো প্রদেশের ভালো বৃষ্টি হওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে জুন-জুলাই দুই মাসে ৩০৫.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। যেটা বর্ষার বৃষ্টিপাতের থেকে ১১৯ শতাংশ বেশি। দেহরাদুন ১০১৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা বর্ষার বৃষ্টিপাত থেকে ৫০ শতাংশ বেশি।

বাণিজ্যিক গ্যাসের দামে "বিরাট" পরিবর্তন

মাদ্রাসা, ১ আগস্ট ২ আগস্ট মারো
শুরুতেই বাণিজ্যিক গ্যাসের দামেই
গ্যাস পরিবহন ঘটনা। ১৯
কলঙ্কায় ১৯.৭৫ টাকা কমেয়েছে
তবে কোলপাইনগী মঙ্গলবার
থেকে কার্যকর হয়েছে নতুন এই
বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমেও
বাহ্যে গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত
বাণিজ্যিক
সিলিভারের দাম কমে হয়েছে
১,৬৮০ টাকা, কলকাতায় এই
দাম ১৮০২.৫০ টাকা। যদিও
১৪.২ কেজি ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের
দাম এবংও কমেই। যাইহোক,
মাগাস্ট্রাল মাসের শুরুতেই ফের
বস্তু পেলেন ব্যবসায়ীরা।

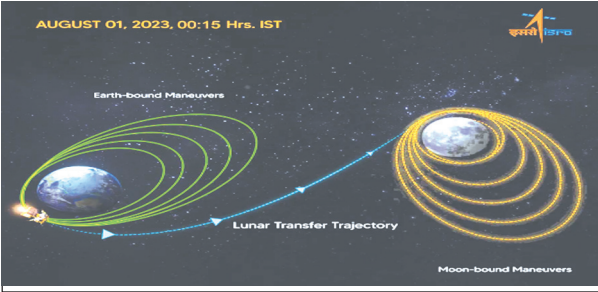
নুহ-তে পরিস্থিতি
নিয়ন্ত্রণে, দাবি
হরিয়ানা সরকারের

তিগড়, ১ আগস্ট ১৯৮২-তে পরিষ্কৃতি এখন নিয়ন্ত্রণে, মঙ্গলবার সকালে এমনই দাবি করল হরিয়ানা সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নুহ, সোহানা ও পলগনু জেলার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মোতামেন রয়েছে ৬০ কোম্পানি অধা সামরিক বাহিনী, আরও ৬ কোম্পানি পরিষ্কৃতি ফরিদাবাদ, পালওয়াল ও গুজবগ্রামে করছিল আর জারি নেই। যদিও, অপ্রীতিকর ঘটনা এতে এই সমস্ত জেলাগুলিতে ১৪৪ ধারা জরিফ হওয়া হয়েছে। হরিয়ানায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা ঘিরে অশান্তির জেরে মঙ্গলবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারের তরফে। জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার গুজবগ্রাম এবং ফরিদাবাদের সমস্ত স্কুল, কলেজ, কোর্ট, হোটিং সেন্টার বন্ধ থাকবে। কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ মালবার কড়াকড়ম দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাত থেকে হরিয়ানার একাংশে বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও। গুজবগ্রামে রাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিস্তারিত এলাকায় রাত থেকে টেকল রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও মঙ্গলমোমে গুরুদ্বারা, ফরিদাবাদের মতো এলাকা। উল্লেখ্য, গুজবগ্রাম এবং মুক্তা টাটনাহাল নুহ (মোগাট) জেলায় সামরিক রাত থেকে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। নুহে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অশান্তির কারণে দুই হামাগর্বে ১০ জন জেনের মৃত্যু হয়েছে। হোমগার্ডদের গুলি কর্তৃক অশান্তির আট হুডায় গুরুদ্বারা, ফরিদাবাদের মতো এলাকাতোও পুলিশ জামিয়েছে, সোমবারের পংখ্যে অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে কারো কারো অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের মধ্যে অনেকেই পুলিশকর্মী।

ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব

বরপেটা (আম), ১ আগস্টঃ
বরপেটা জেলায় বাড়ছে ডেডুডু
আক্রান্তের সংখ্যা। সম্ভব খবর,
জলার বিভিন্ন প্রান্তে ডেডুডু
আক্রান্তের সংখ্যা ১২ তবে এর
সংখ্যার আশার খবর, বরপেটায়
ডেডুডু রোগে আক্রান্ত হয়ে কারোনা
প্রাণহানি হয়নি।বরপেটা জেলায়
বাহ্যিকজনিত রোগে নিয়ন্ত্রণ
জানান, গত বছরের তুলনায় এবার
এই-রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কম
এখন-কি এক বছর বরপেটা
একজনও ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হনি

পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চাঁদের পথে
চন্দ্রযান-৩, আসল পরীক্ষার সম্মুখে ইসরো



রওনা হয়েছে চন্দ্রযান-৩। আর চন্দ্রযান-৩ হবে চাদে। আগে
কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরই বারের ভুল শুধরে নিতে দিনরা

থানে-তে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ব্যবহৃত গাড়ির মোশিন
ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, কমপক্ষে ১৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু

থানে, ১ আগস্ট : মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানে-
 যে এক্সপ্ৰেছওয়ে তেঁতিৰে বাকুৰ
 গাভাৰ মেশিন ভঙে ঘটে
 মৰ্মাত্মিক ও ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা
 নিৰ্মাণস্থলে কৰ্মীদেৱ ওপৰ ভেঙে
 পড়ে গাঁৱ মেশিন, নীচে চাপা পহে
 অন্তত ১৭ শ্ৰমিকেৰ মৃত্যু হায়ে
 মঙ্গলবাৰ ভোৰ রাতে থানেৰ একাট
 নিৰ্মাণস্থলে এই দুৰ্ঘটনাটি ঘটে। ফ্ৰে-
 ভেঙে পড়ে আহেও হৰোহেৰ বেশ
 কয়েক জন। ধৰণাসৰাশেৰে নীচে
 এখনও কেউ কেউ আটকে রয়েছে।
 বলে মনে কৰা হছে।জাতীয় বিপৰ্য
 মোক।বিলা বাহিনী (এনটিফা)
 আৰএফ)-এৰ অ্যাসিষ্টাণ্ট

স্বস্তি পেলে বিহাৰ সৰবহা
 সৰতনা, ১ আগস্ট : বিহাৰ
 সৰকাৰকে স্বস্তি দিল পাটনা
 হাইকোৰ্ট। জাতিগত সমীক্ষাৰে
 চাৰ্যালৈ সংক্ৰান্ত আৰ্জি মঙ্গলবাৰ
 খাৰিজ কৰে দিয়েছে পাটনা
 হাইকোৰ্ট। পাটনা হাইকোৰ্টেৱে রায়ে
 পৰ আইনজীবী দিনু কুমাৰ বলেছে-

মহাভাণ্ডার সারান কুরবে
জিনিয়েছেন, ভেরারাত ১.৩০
মিনিটে নাগাদ এই ঘটনা সম্পর্কে
আমরা জানতে পারি এবং আমাদের
প্রথম টিম সকাল ৫.৩০ মিনিটে
নাগাদ উদ্ধারকাজ শুরু করে
উদ্ধারকাজ চলছে, শিফার ডগে
সাহায্যেও চলছে উদ্ধারকাজ
প্রশাসন সত্বের খবর, থোনে-
সাহায্যের এলাকায় সমুদ্রি-
এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মাণের কাজ
চলছিল। মঙ্গলবার ভোররাত্তে
সোফোই কাজ করছিলেন এক দ
কমী। আচমকা উপর থেকে তাঁদের
উদ্ধার গার্ডার মেশিন ভেঙে
, জাতিগত সমীক্ষা

পেড়পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে সম্রাট এক্সপ্রেসে গিয়েছে কাছাকাছ কাছালী রাস্তে কমরীরা একটি বিশেষ ধরনের ট্রেন মেশিন চালাছিলো। এই ট্রেনের নাম লিফিং মেশিন। এই ট্রেনে সাধারণ রেল সেতু, সড়ক নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় বহুতলো নদীতে ভিত গঠনো কাজে লাগে এ। এক বিশাল আকৃতির ইম্পাক্টর যন্ত্র দিক থেকে অন্য দিকে নিক্ষেপা য়াওয়া এই যন্ত্রের কাজ। সম্রাট এক্সপ্রেসে গিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে কোমরো রাস্তে শুকর করেছিলো কমরীরা। দুর্ঘটনার পর পরে

এক করে পরিশ্রম করছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। সেই বারি অন্তিম মুহূর্তে সব গোলামাল হয়ে গিয়েছিল। চাঁদের মাটি ছোঁয়ার সেই কাজটাই এ বার সবচেয়ে বড় কাজ। সেই কাজটাই হবার রয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার, ভোঁরারতে ইসরো জানিয়েছে, পৃথিবীর কক্ষপথে ছেড়ে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে চন্দ্রযান-৩। আগামী ৫ আগস্ট চন্দ্র-অরবিট ইনসার্টেশন পরিকল্পনা করা হয়েছে।

লেখালে পোঁছে যায় পুলিশ এবং
দখলে। জোরকদমে তারা
উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। সমুদ্রি
এক্সপ্রেসওয়ের আর এক নাম
মুন্সী-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়ে।
৭০১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা
মুন্সী এবং নাগপুরকে যুক্ত করছে।
দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ
গতপনের জন্য রাস্তাটি
গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তা নির্মাণের কাজ
চালাচ্ছে মহাস্ট্রা, সরকারের
সড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশন। গত
সাত সপ্তাহের এই রাস্তার প্রথম
পর্যায়ের উদ্বোধন করে গিয়েছেন
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

করল পাটনা হাইকোর্ট
 মে মাসে স্থগিতাদেশ দেয় পাটনা
 হাইকোর্ট।

আর মঙ্গলবার জাতিগত সমীক্ষাকে
চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত আবেদন
খারিজ করে দিয়েছে পাটনা হাইকোর্ট।
আবার সুপ্রিম কোর্টে যাবেন দিনু
কুমার রাজ্যের বিরুদ্ধে।

আলাহাব্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি
ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে

পাদলিঙ্গ, ১ আগষ্ট এআই বা কৃষ্ণ
মেঘার অন্তরালে থাকা কীম্বা বর্ণিত
এই ভারতীয় স্টাট্যাপ বর্ণিত
সমাধান চায় নারিকেল গাছের
ছায়ার চন্দ্রিকা রোদ থেকে আভ্যন্তরীণ
করেতে স্ট্যাটফোনের দক্ষিণের রাজ্য
যেখানে। ভারতের দক্ষিণের একটি
কর্ণটিকের আলাহাল্লি গ্রামের একজন
সকাল। কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ
বাকছে। কিন্তু আভুল সূর্য চন্দ্রিক
একধের পর এই অতিও ক্লিপে চন্দ্রিক
করে। সদ্য শুরু করেছে এই
আপটির বারোখা। সেটি কেমন
সম্পূর্ণ ভাষার। প্রতিবার
ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় প্রার কণ্ঠ
শোনা যাচ্ছে। এই আপটি বারোখা
শুরু করার আগে ৩০ বছরের
চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ
ভারতীয়ের মতোই বাবার নামে
প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের
শেষ অংশের বদলে) ব্যাক্স ছিল মানস
১৮৪ টকা (২.২৫ ডলার)। তবে
এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন
ধরে ৬ ঘণ্টা করে সেটে ৩০ ডলার
২,৫৭০ টকা (৩১.৩০ ডলার)
এই টাকটা দুকের স্কুলে শিক্ষকতা
করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান
করে। সেখানে যেতে আসতে হয়ে
তিনবার বাসের রাত জাগুনতে হয়
সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে
মাসান্তে বেতন মেলে, এই আয়ে
ও পয়। ব্যাক্স অ্যাকাউন্ট
জমা নড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা
মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায়
৬ কোটি মানুষ প্রথাগত যে ভাষায়
কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্মধ্যে
ওঠেয়ে পড়ে দিলে। চন্দ্রিকা
অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫
ডলার উপার্জন করে। ভারত
নিযুক্তন আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ। আর
কৃষিদানের মধ্যেই আরও টাকা
আসতে থাকবে। সেইসঙ্গে একবার
৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস কল
ঠিকাকাল হলেই চন্দ্রিকার কণ্ঠ
উপার্জন করতে পারবে
অ টি ফি শিয়ান
ইন্দে বিজেস(এআই) বা কৃষ্ণ
মেঘার রসরসার জন্য। বর্তমানে
তে এআইইই সব। যেমন চর্মা
জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা
মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়ে
কাজ করে। আর লাইভ বা ক্রেস্ট
এবং অডিও ডেটা আশ্চর্যই পাওয়া
লায়। অন্যদিকে, কয়র ভাষা কয়েক
লক্ষ মানুষ ব্যবহার করে
ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে
না। (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন
ইংরেজি ভাষিক আছে, কিন্তু কন্মধ্যে
আছে মাত্র ৩০ হাজার)। এই ভাষা
নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে
এআইকে আরও সড়গড় করে
তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভাষিক
বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত না হয়। ইংরেজি
ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা
। কিন্তু, কন্মধ্যে মতো ভাষার ক্ষেত্রে
আরও উদ্যোগী হতে হবে বিশেষ
দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষা কথা বলে
তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেট

গৃহস্থ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা
মূল্য দ্রুপেই বাড়ছে। এই চাহিদা
চলিত ক্রম কোম্পানিগুণি বা
নিজদেরে এইই উপকরণ তৈরি
করতে চায়। একই মাপের চাহিদা
আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি
সেবা। বিশেষ করে ভারতে যেখানে
১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি
সরকারি ভাষা এবং অন্তত আর
৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি
এবং হিন্দিরই চল বেশি। এই বর্ধিত
চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মান
আচমকই বৃদ্ধিতে পারছেন তাদের
মাতৃভাষা কল মূল্যবান। তথ্য নিয়ে
কাজকারবার যা এই—এর মূল্য
চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন ন
বিশ্ব শতাব্দীর শেষ থেকেই ন
শেষ এবং পোশাক পরিচ্ছ
তৈরির কারখানাগুলি এখানে
অর্থনীতি চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে
একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে ন
তথ্য নিয়ে কাজ লাগছে। এবং পূর্বে
মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে
দেওয়া বহাল আছে। যেক মজুরি
সেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলে
অতি ন্যূনতম। কারণ ওই তথ্য
বিশেষ ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে
অনেক বেশি দামে। ২০২২-
বিশ্বজুড়ে এইই ডেটা ক্ষেত্রের
খিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, ২
২০১০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন
ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া
হয়েছে। তার মাঝে কিছু অংশ
ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা
কর্মীদের কাছে পৌঁছয়। এই
পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্য
পক্ষিত প্তস্থ। আরও। অল্পক্ষে
বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইন্টারনেট
ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড
প্লটফর্ম বিশেষজ্ঞ জেনোসা বলেছেন
ব্রাজিল, আমেরা এমন একটা ব্যবসায়
নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সম
সমাজে প্রভাব ফেলে। এবং একমাত্র
কর্মীরাই ওই ব্যবসায়কে আর
বিশ্বায়োগ্য করে তুলতে পারে। যা
আমাদের কর্মীরা মৌলিক
অধিকারটুকু পায় তাহলে আমরা
বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে
। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবসায়
আরও উচ্চমানের হবে। আলাদাভাবে
এবং চিন্তা করে তা লাগেয়
বাগ্মণ্ডিতে একটি ভারতীয়
স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। চট্রিব
কাজ করে কারিয়া কোম্পানি
কোঙ্গলকতে এই আলাভজনক
সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল
২০১১-এ। এরা নিজেরদের বেশ
বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা
কোম্পানি। অন্য প্রতিপদে
কোম্পানির মতোই এরা বড় ব
কে কোম্পানি এবং অন
খরিদারদের তথ্য বেচে বাজারদার
। তবে, নিজের খরচাটা তোলা
পরে মুনাফার বাকি অংশটা খর
করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরি
মানুষের জন্য। (কারিয়া স্বাধীন
এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপ
ন

পরে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্পিত (সৌহ্য)। ন্যূনতম ঘণ্টার ৫ ডলারে পাশাপাশি করিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে ফেল, যখন সেটি আরো বিক্রি হলে তখন তার একটা অংশ কর্মী পা তার মজুরি বাণেও। এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে (কোয়ার্টার) এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইভিং তেমন স্থান পুষা না তারাও এতই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পা। ২০ বছরে ছাত্র তিনটা বাবা-মার ওপ নিওঁর্তার ক্রমতে কারিয়ারকে অবলম্বন করে। তার কথায় গ্রামের বেশভাষা মানুষ ইংরেজি জানে না। যদি একটা কমপিউটার কন্নড বোলে, তাহলে খুই উপকার। কারিয়ার সিইও ২৭ বছরে মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে মজুরির হার, তাকে বাজারের বার্থতাই থাকে। আরম্ভের মালভজনক বলতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ আপনি কখনও বাজারে গিয়ে দেখেন না। মূল কথাটি হল কাজ পরিবেশ। প্রথমেই কারিয়ার তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয়। বং ঢ় অন্য বাড়ার একটা উপায়, যাও অন্যান্য কাজ করার উসাহ পায়ে যায়। আপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্বত রোজগার করতে পারে। যা ভারতের গড় বার্ষিক আয় সমান। এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয়। কারিয়ার জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মর্তুই হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (প্রায় ৮ লক্ষ ডলার) দিয়েছে। ২০১০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে এটিকে দিতে চান চোপড়া। তিনি বলেছেন, ঠিকাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই হল লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে। চোপড়া দারিদ্রমুক্ত করতে বড় হয়েছেন। স্টানকার্ডে বুঝি গোয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায়। চোপড়া বলছেন, এটা একটি পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প। সম্পদ শক্তি। আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনরুর্জন চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এটা তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে চ্যাট, জিপিটি এবং মোটা ফেসবুকের জন্য কাজ করে। এন্ট্রোপিস্ট কোম্পানি মানুষকে স্বেচ্ছাসিদ্ধ সাঁখের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু কেনিয়ার অনেক ডাটা জিপিটি কর্মী ঘণ্টায় ২ ডলারে কম রোজগার করে। তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে

পারিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা। ওইহেতুসেপারানি ফেরতপারের জন্যও এইবৈধরনের কাজ করে। তাতে যুক্ত এককর্মী জানিয়েছে, আরও ভালোভাবে পরের পরিবেশের দাবি করার তাকে। তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সামারাবক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলেও স্থানীয় অনীহাতি মধ্যবর্তে হয়ে যাতে পারে। তাতে ভালো হয়ে খাণাপণ হয়ে বেশি। ভলো কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা হিস্তহাসকেই সম্বরণ করার চোপাও লালশেনে, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব। আরও আকাশকুসুম করণা নয়। নূনাতম মজুরি ১২ গুণ বা ডা়ালেও সংশ্ল। লাভজনকই থাকবে। কারিয়ার কাজ প্রথম শুনলে একটি সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক হিসাব হিসেবে। দারিহ দূরীকরণের লক্ষ্যে। কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন। একটি বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নেরর উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার খোদ আর হয় না। সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা টোটা মোবাইল ডেটা। যে দেশেই প্রায়ের একজন গরীব মানুষেরেই স্ট্যান্ডায়েন ও বাস্ আকটটী আছে। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী। অতিমারির আগে ভারতে ১৫০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.৫০ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে। তাদের যদি সোদার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক বাস্তব। বেসামানুর থেকে ৭০ মাইল দূরে আরো যেত পেয়েই গুলনামেরর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি প্রমা। একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সবাবারের সার দফতর। প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাঞ্জির। এর সর্বকল্গে গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য। ১২ বছরের রাগাোসাগো কনকরাজ এস সারাবাংনো মেয়েই বেষ্টিলি হাট। মুড়ে। সে স্থানীয় কলেজে পড়ে। বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের খাট চিকৈ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয়ে মায়েমায়া। একদিন সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার)। কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে। শহরে কাজ কেনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পায়ো যাবে চিকি। কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে। থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সবকলের সঙ্গে মিশে। কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘণ্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি। কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও

দিল্লির গণতন্ত্রকে বাবুতন্ত্রে
পরিবর্তন করবে অধ্যাদেশঃরাঘব
চাড্ডা পাল্টা মন্তব্য প্রহ্লাদ জোশীর



সমালোচনা করলেন আন আদমি পাণ্ডি (আপ)–র সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তাঁর মতে, দিল্লি গণতন্ত্রকে বাতুল করে পরিবর্তন করে এই অধ্যাশ্রমে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাঘব চাড্ডা বলেছেন, নির্বাচিত সাংসদদের সমস্ত ক্ষমতা তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং বিজেপির নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতিদের ক্ষমতা দেখো দেওয়া হবে দেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক, এমনটা করা হচ্ছে কারণ আপ এবং আইনবিদ জেজের ওয়ালে সাফল্য দেখতে পাচ্ছে না বিজেপা। রাঘব চাড্ডার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সিংহ বিষয়ক মন্ত্রীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বলেছেন, আমরা রাঘব চাড্ডার অসুখীয়া দ্বন্দ্বিতা নেবা। স্বরাষ্ট্র পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখাও এই বিবেচনা (দিল্লি অধ্যাদেশ) গঠন করেছে। সমগ্র দেশ প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং বিজেপির সংসর্গন করেছে এবং ভারত সরকারও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। অসুখীয়া বিজেপির ওয়াল সব তাঁর দলের বোঝা উচিত যে এটি একটি নির্বাচিত সরকার। অধ্যাদেশ পূর্বতন ইউপিএ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি বলেছেন, ইউপিএ শাসনকালে দেশ অধঃপতনের সম্মুখি হয়েছিল। দ্বিতীয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, পরিবারতান্ত্রিক রাষ্ট্রাধিকারীভাবিত প্রাণনা দেওয়া হয়েছিল ইউপিএ শাসনকালে, আর তাই দেশ অধঃপতনের সম্মুখি হয়েছিল, দ্বিতীয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রসঙ্গত, এনডিএ সাংসদদের ঠোঁটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ইউপিএ-র মতো স্বার্থপর নয় এনডিএ, এনডিএ মানে ত্যাগ, ইউপিএ মানে স্বার্থপরতা। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কৃষ্ণচক্রে কংগ্রেস শিবির। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, তাহলে এতে ভুল কি!



কলকাতা পৌরসংস্থা - বিজ্ঞপ্তি

৫, এন এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১৩



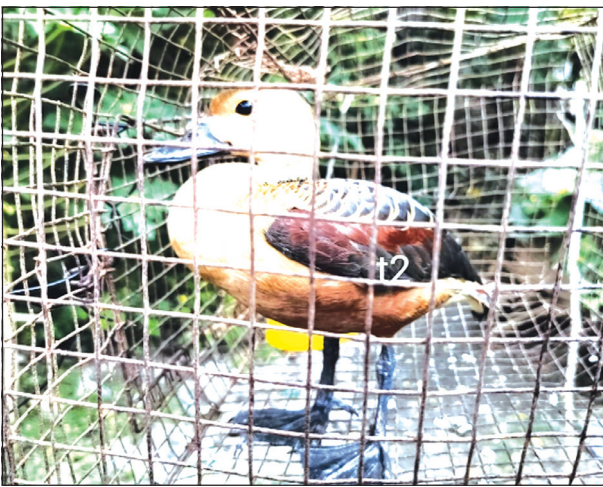
কলকাতা পৌরসংস্থার তত্ত্বাবধানে নিয়মিত কলকাতা পুরীয়া পাসিক পলিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া কলকাতা পৌরসংস্থার জমিদারি আকিউ, পণ্ডায়া ও পলিকা প্রকল্পের জন্য নিয়মিত আপডেট করা হয়। এই দৃষ্টিতে তত্ত্বাবধান করার জন্য চুক্তিভিত্তিক নিম্নোক্তরা সম্পন্ন ব্যক্তির খোঁজ করা হচ্ছে।

- (১) কেনও স্বনামধন্য নৈমিক সর্বাধিকার নিয়মিত অন্তত ১০ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা।
- (২) কেনও স্ট্রাকচার প্রচলনময় কাজ করার অভিজ্ঞতা অন্তত ৫ বছর।
- (৩) নিজস্ব তত্ত্বাবধানে/সম্পাদনায় কেনও পলিকা প্রকল্প করার অভিজ্ঞতা।
- (৪) নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কেনও তথাকথিত বানানার অভিজ্ঞতা - ইত্যাদি যোগ্যতা কাজে আনান।
- (৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্নাতক/স্নাতকোত্তর।
- (৬) বয়স - ০১.০১.২০১৩ অনুযায়ী ৬৫ বছরের কম।
- (৭) আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০.০৬.২০২৩ দুপুর ৩টা, তথ্য ও অন্যান্য তথ্যের বাক্য, কলকাতা পৌরসংস্থা, ১, হা সিটি, হা সিটি, তুলসী, তুলসী, কলকাতা ৭০০ ০০৭।
- (৮) যোগ্য আবেদনকারীর ইন্টারভিউ-এর তারিখ ১১.০৬.২০২৩ (সকাল ১১টা)

আবেদনমুখ্যের
পৌরসংস্থার

১১/০৬/২০২৩

আমতায় উদ্ধার হল সরাণ



ভাজিৎ হাজরা, গ্রামেতা, হাওড়া : গ্রামীণ হাওড়া জেলায় একটি সরাল জেলায় কলকোনে পরিবেশ কর্মীরা। গ্রামীণ হাওড়া জেলার সারাল থানার গাঞ্জাপুর পুকুরের উপরে দ্বন্দ্বীয়া বেআইনি জালে একটি সমতা বা লেসার ছুইস্ট্রিং ডাক আটকে পড়ে। হাওয়া যুবক জুপে মন্ডল হাঁসটি উদ্ধার করে বাড়িতে আনে। ওই এলাকায় স্বাধীয়ারে বাড়ি যুতে বাওয়া ব্যবসায়ী মুন্না হাঁসটি দেখে বুঝতে পারেন, এটি বুনা হাঁস। তিনি অজুপ মন্ডল বেচা বুঝিয়ে বলেন এটি বাড়িতে পোষার জন্য নয়। তিনি 'হাওড়া জেলা বৈধা পরিবেশ মঞ্চ' র পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক এর সাথে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়েই চিত্রক প্রামাণিক আর ও দুইজন পরিবেশ কর্মী সুমহাশ্ব ও ইনান ধাড়া -র সঙ্গে তৎক্ষণাত যোগাযোগ করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সরালটি উদ্ধার করে। চিত্রক প্রামাণিক সরাল টি উদ্ধার করে পর জ্ঞানোনে, 'সরালটির ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা লাভেই সুস্থ হলে সরালটিকে প্রকৃতিতে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই সরাল প্রজাতির হাঁস বাসা করে বৃক্ষ জাতীয় গাছের কোটেরো বর্তমানে পুরোনে গাছ হার্টে দেওয়ার জন্য ও পুকুরে আধুনিক মাছ চাষের জন্য এইসব হাওয়া হারবে ব্যবশিষ্টার ও আবাসস্থল গুরুতরভাবে নষ্ট হজ। ওই বেআইনি জাল না খুললে এইসব পাখি আটকেই হারিয়ে যাবে'। গাছ বধর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামাপুরের দু' টি জায়গা থেকে পরগণা সরাল ও তার ছানাদের উদ্ধার করে তাদের প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বীজের সাহায্যে তৈরি হচ্ছে রাখি,
তাক লাগিয়ে দিলেন রায়পুরের
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা

রাধাপুত্র, ১ আগস্ট ৪ রাধি বন্ধন উৎসবের কাউন্ট ডাউন ইতিপথেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বছরের বিশেষ এই দিনের অপেক্ষায় কলকাতা প্রতিটি ভাই-বোন। শুধু ভাই-বোনের সম্পর্কই নয়, বিপর থেকে শুভা কল্যাণেই ভাইয়ের থাকে রাধি পরিয়ে দেন বাবোরা। এই রাধিবন্ধন উৎসবের জন্য এখন জোয়ারকমে কাজ করে চলেছেন হস্তিশাণের রাধাপুত্রের স্বনির্ভর গোষ্ঠীরা। তৈরি করছেন দম ফেলার ফুসস নেই এখন তাদের। বিজ্ঞের সাহায্যে তার তৈরি করছেন রাধা, পরিবেশ-বান্ধব রাধি তৈরি করে তারা লালগিঁয়ে দিয়েছেন রাধাপুত্রের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেলিারা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দম মেলিারা জানিয়েছেন, আমরা ধান, করলা, কুমড়া, করলা বা বিজ ব্যবহার করে পরিবেশে বান্ধব রাধি তৈরি করছি। রাধিবন্ধন উৎসবের পর সেই বিজ রাধি থেকে আলাদা করে একটি পাত্রেও লাগানো যেতে পারে। আমরা এই উৎসবের রাধাগুলি অভ্যর্থনা নিয়েই তৈরি করি। ব্যক্তিগত এবং সরকারি উভয় ধরনের অর্ডার তার পয়ে থাকেন বলে মহিলারা জানিয়েছেন। এবার বিক্রি ভালোই হবে বলে তাদের আশা।

দূরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা, ২২ আগষ্ট বুধবার,
১৬শ্রাবণ মাস ১৪০৩ বঙ্গাব্দ,
ইংরেজীতে ২২ আগষ্ট ২০১৬, ৫৬তম
চৈতন্যপূর্ণিমা, কলিঙ্গ ১২১৩, সৌরঙ্গ
১৬ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন
মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯
বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ,
বাংলাদেশঃ ১৬ শ্রাবণ মাঃ
১৯৩০, ভারতীয় সিভিল ১৬
শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতেঃ ১৪
শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত,
মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী
শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পুজার গন্তব্যস্থান
(সমুদ্রী) সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ
২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫০
০০ চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ৪৯
২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ
৫০(৮) শুক্র পক্ষ তিথিঃসমুদ্রী
(ভদ্রা) রাত্রিঃ ০৮ঃ৮৪ঃ০১
৬ ৩৭৬৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা
রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ২০১ দ্ব ৪৫ঃ৮৪৫
পর্যন্ত পরে পুনর্বনুসরণঃবহিঃ
রাত্রিঃ ০৮ঃ২২ঃ২০১ দ্ব ৭৬ঃ৮৪৫
পর্যন্ত পরে বিদ্যৈয়োগঃঅনিগুণ
অমৃতযোগঃরাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ২৫
থেকে - ০৭ঃ৪০ঃ২২ পর্যন্ত,
তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে
১০ঃ৬ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ১ঃ
৫৫ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ০৫ঃ৪৫
পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে
- ০৫ঃ২২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি
০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৫ঃ
৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৬ঃ৩২
থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত,
মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪
থেকে - ১১ঃ২৯ঃ৪৮ পর্যন্ত,
তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে
০৫ঃ৪৪ঃ০১ পর্যন্ত কুলিক লোঃ
দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ
৪৩ঃ২২ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ ০৮ঃ
২৪ঃ২২ থেকে - ০৮ঃ৫০ঃ৫০
পর্যন্ত বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ
২২ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ২২ পর্যন্ত
কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ২২
থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত
কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১১ থেকে -
১০ঃ১১ঃ৪৪ পর্যন্ত গ্রহযুগ্ম (সূর্য
উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১ঃ২৪ঃ
৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ
২২১৫ঃ২০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ
২২৭৫ঃ৫৫৯ (২৩) ২ পদবৃষঃ
০২২২ঃ৫ (১) ১ পদবৃষপতিঃ
০২২৪ঃ২২ (২২) ২ পদশুক্রঃ
১০৮১৭ঃ (২৪) ১ পদশনিঃ
১২৫৪০ঃ (২৬) ১ পদরাহুঃ
১২৭৭ঃ (৩) ২ পদকেতুঃ
৭২২৭ঃ (১৬) ৮

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে।
তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ ডিগ্রী
সেলসিয়াস (৩২)° সর্বনিম্ন
২৪.০১ ডিগ্রী সেলসিয়াস (৭৫)
দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা
হবে ৮২ শতাংশ। এবং ৫ শতাংশ।
বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার-
সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত ৮টা
২০ মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা
২০ মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য
উদয় আজ ৮টা ৫৯ মিনিট এবং
সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ২০ মিনিট

রাশিফল

মেঘরশাঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন।

বৃষদ রাশিঃ সীমাহীন শক্তি ও উদ্যান আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। বিবাহের যোগ হবে

আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। **কন্ট্রোল রাশিঃ** ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বুকি বা অপ্রত্যাশিত ভাবেও মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। সংসারে শান্তি হবে আজ। **সিহ্ন রাশিঃ** মায়াঙ্গসম্পূর্ণ ব্যক্তিই তৈরী করুন। তবে যুগা ভাবকে দমন করা যায় কারণ যুগা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী। আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি কন্যা রাশিঃ কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে। কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার ভরসামা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন না আজ। **তুলা রাশিঃ** আপনার বন্ধুর সঙ্গে তুলে বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে- কোনো ফযসালা করার আগে একটি সামান্যগ্রসপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সমুদ্রীর ছাড়া উড়েছেন। এবে চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন **ধনু রাশিঃ** অফিসে আয়োদন করুন। অফিস থেকে তাড়াহাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। অপ্রত্যাশিতভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হবে চলছে। শুভদিন **মকর রাশিঃ** সত্যনি হতে পারে। আর্থিক সফলতা হতে পারে আজ। **কুম্ভ রাশিঃ** অচটপটে আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পূরোপুরি সর্মান করবে। **মীন রাশিঃ** আপনার আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পূরোপুরি সর্মান করবে। মালিক

শিশু নিখোঁজের তদন্তে নেমে পাচারচক্রের সন্ধান পেল পুলিশ২১ দিনের বাচ্চাকে কিনে নেন পর্ণশ্রী থানা এলাকার এক মহিলা

দূরন্ত বার্তা, কলকতা, ১ আগস্ট : এ এক গল্প কথা বলেই প্রথমটা মনে হয়। কিন্তু না তা মোটেই কোনও গল্প নয়, মাটি খুঁড়তে বেড়িয়ে এল প্রকৃত গল্পটা। শিশু নিখোঁজের তদন্তে নেমে বড়সড় শিশু পাচারচক্রের হদিশ পেল আনন্দপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, যোদ শিশুর মা-ই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে এল বিস্ফোরক সমস্ত তথ্য। যা শুনে চোখ কপালে উঠল তদন্তকারীদেরও। একে একে এই ঘটনায় প্রেণ্ডার হল ৬ জন। তার মধ্য তিনজনই দালাল। তবে শিশু পাচার চক্রের জাল আরও কতদূর এগিয়েছে বা রয়েছে তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

আনন্দপুরের নোনাডাঙার বাসিন্দা রুপালি মণ্ডল ২১ দিন আগে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু তারপর থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না বাচ্চাটিকে। প্রতিবেশীরা রুপালিকে জিজ্ঞাসা করে কোনও সদুত্তর পাননি। তখন তাঁদের সংশয় হওয়ায় পুলিশের দ্বারস্থ হন। বাচ্চাটি নিখোঁজ, তা জানিয়ে খুঁজে দেওয়ার কথা বলেন। সেই তদন্তে নেমে পুলিশ রুপালিকে আটক করে জানতে চায়, সদ্যোজাত কন্যা কোথায়? রুপালির সমস্ত অসংলগ্ন জবাবে পুলিশের সন্দেহ হয়, তখন তাকে চাপ দিতে বেরিয়ে আসে আসল কথা। জানা যায়, পাটুলির রূপা দাস নামে এক মহিবার কাছে ৫০ হাজার টাকায় মেয়েকে বিক্রি করেছে সো। রূপা দাসের খটজ করতে গিয়ে আরও

দীর্ঘ হয় এই জাল। একে একে তিনজন দালালের খোঁজ মেলে।



স্বপ্না সর্দার, পূর্ণিমা কুণ্ডু, লালতি দে নামে তিনজনের কাছে হাতবদল হয়ে শেষমেশ ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয় ২১ দিনের শিশু।

তাকে কিনে নেন পর্ণশ্রী থানা এলাকার কল্যাণী গুহ নামে মহিলা।

তার কাছেই আপাতত ছিল শিশুকন্যা। পুলিশ তাকে উদ্ধার করেছে। জানা গিয়েছে, জেলা থেকে এভাবে শিশুদের পাচার করে এনে রাখা হত কলকাতার একটি জায়গায়। সেখানে ভাড়া বাড়িতে চলত শিশু বিক্রির চক্র। কলকাতার বিভিন্ন আইডিএফ সেন্টারগুলি ছিল পাচারকারীদের টার্গেট। যেখানে নিঃসন্তান দম্পতিরা আসতেন সন্তান ধারণের উপায় খুঁজতে। তাঁদের কাছে গিয়ে এই দালালারা সহজে সন্তান পাওয়ার টোপ দিত। ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকার প্যাকেজের বিনিময়ে অনেকেই রাজি হয়ে যেতেন। এরপর তাঁরাও সেই ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ৮,৯ মাস এবং সন্তান কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। বিষয়টির নেপথ্যে যে এত বড় দালালচক্র সক্রিয়, তা টের পাওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু রুপালি মণ্ডলকে প্রেণ্ডারকরার পরই গোটা চক্রের হদিশ পেয়েছে পুলিশ।

টাকিতে স্কুলের ল্যাবে অ্যামোনিয়া বিস্ফোরণ, শিক্ষক-সহ গুরুতর জখম ১০ ছাত্রী

দূরন্ত বার্তা, টাকি, ১ আগস্ট : উত্তর ২৪ পরগনায় সরকারি স্কুলের ল্যাবে অ্যামোনিয়া বিস্ফোরণ হয়ে

ঘটনা। আহতদের গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এই ঘটনায় স্কুলে পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়ে



শিক্ষক-সহ ১০ জন ছাত্রী গুরুতর ভাবে আহত। মঙ্গলবার এই ঘটনা গিয়েছে, মঙ্গলবার ওই স্কুলের এক ঘাটে জেলার বসিরহাট মহকুমার টাকি পৌসমভার টাকি ষষ্ঠীবার লালমাধব বালিকা বিদ্যালয়ের

উঠছে প্রশ্ন। স্কুলে সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ওই স্কুলের এক শিক্ষক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের নিয়ে ল্যাবরেটরির ঘরে কাজ করছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই

হঠাৎ অ্যামোনিয়া গ্যাসের বিস্ফোরণ হয়। যার জেরে শিক্ষক সহ ১০ জন ছাত্রী আহত হয়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে দ্রুত ওই স্থানে হাজির হয় বাকি ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারপর আহতদের সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, আজ দুপুরে একটা নাগাদ বিজ্ঞানের শিক্ষক অর্ধ গুহ দাস তিনি দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানের ছাত্রীদের নিয়ে ওই ল্যাবরেটিতে বিজ্ঞানের সূত্র দেখাতে গেলেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার জেরে স্কুলে পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে দীর্ঘদিন এই ল্যাবরেটরি না খোলার কারণেই সেই অ্যামোনিয়া গ্যাস বিস্ফোরণ হয়েছে। এই রীতিমতো বালিকা বিদ্যালয়, আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রীরা। এই ঘটনায় ছাত্রীদের অভিভাবকদের ঢেকে পাঠানো হয়েছে।

আরামবাগে আতঙ্ক, ১৫ থেকে ২০টি কুকুরের দল বেশ কিছুদিন ধরে গৃহস্থের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে

বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলি, ১ আগস্ট : কুকুরের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে আরামবাগ শহরে। ইতিমধ্যে গুরুতর জখম অবস্থায় দু’জনকে ভর্তি করা হয়েছে এবং পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফুড়িটি ছাগল মারা গিয়েছে এবং গবাদি পশুরাও আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের পুইন এলাকায়। জানা যায়, ১৫ থেকে ২০টি কুকুরের দল বেশ কিছুদিন ধরে গৃহস্থের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। জানা যায়, এই দলটি বাড়িতে যখন ঢুকে পড়ছে। এমনকী বাধা দিতে গেলে কামড় দিতে আসছে। এক শিশু ও এক যুবক এতটাই আহত যে তাদেরকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে রাখা হয়েছে এবং বিভিন্ন মানুষকে বেশ কিছু

জাগায় আক্রমণ করেছে। আর রীতিমতো এই ঘটনায় তীর আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসীরা।



উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগে এক পাগল কুকুরের কামড়ে মারাত্মক জখম হন এক মহিলা পুলিশ

কর্মসংস্থান ও জনকল্যানমূলক কাজের পথদিশা দেখাচ্ছে রোটারি

সৌরভ দত্ত, ১ আগস্ট : রোটারি ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্তর্জাতিক পরিষেবা সংস্থা,২০০ টিরও বেশি বিস্তৃত,১.৪ কোটি বেশি সদস্য সংখ্যা রয়েছে জেলা ৩২৯১১। রোটারি আন্তর্জাতিক জেলা ৩২৯১, একটি শাখা পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের বারোটি রাজস্ব জেলা নিয়ে গঠিত। রোটারি সংস্থা বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমে নিযুক্ত রয়েছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা,খাদ্য, সাক্ষরতা অভিযান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির, পরিবেশ সচেতন কর্মসূচি মূল লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে, আরআইডি ৩২৯১ এর অধীনে বিভিন্ন প্রোগ্রামি ক্লাব দ্বারা যোগাটি

চক্ষু হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক, যেমন



বুনন এবং সেলাই, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, জিডিএ এবং প্যারামেডিক্যাল ট্রেনিং ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন বানিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। রোটারিও

ধর্মীয়ভাবে কোন কাজ করে না। এই সংস্থা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে কর্মসংস্থানের সূচ্যোগ করে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। রবিবার প্রতিশ্রুতি নামক একটি কর্মশালা শিবির অনুষ্ঠিত হল শুভর ২৪ পরগনার বিভাডে। হীরা লাল দাশের জানান, এই কর্মশালা মাধ্যমে অনেক নতুন প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়ার হয়েছে যা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। দেবী প্রসাদ বসু বলেন,

আগামী দিনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের অর্থ উপার্জনের দিশা দেখাবে এই সংস্থা।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, মস্যাজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্ট : কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।



উত্তর বঙ্গেপাসাগরে নিম্নচাপ ঘনাজ্ছে, তা আরও ঘনীভূত হতে পারে। এর প্রভাবে বৃধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া জেলায় বৃধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলাতেও। বৃধবার পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলার দু’একটি এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃধবার পর্যন্ত মস্যাজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই দক্ষয় দক্ষায় কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে, যার জেরে খানিকটা স্বষ্টি পেয়েছেন রাজবাসী। তবে রবিবার ও সোমবার গরমে অস্বস্তি বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

বারুইপুরে পুড়ে যাওয়া ব্যাগ তৈরীর কারখানায় ফরেনসিক দল



দূরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১ আগস্ট : বারুইপুরের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কারখানায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গেলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদ দল। বারাইপুরের আকনায় অগ্নিকাণ্ডের পর পুড়ে যাওয়া কারখানায় মঙ্গলবার যান চার সদস্যর ফরেন্সিক দল। ফরেনসিক দলের

অধিকারিকেরা বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে ও নমুনা সংগ্রহ করেন।শনিবার রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বারুইপুরের মল্লিকপুরে আকনায় প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কারখানা সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রায় ১৫ ঘট্টার ও বেশি সময় ধরে দমকলের ১৫ টি ইঞ্জিন এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট-সার্কিটের মাধ্যমেই এই কারখানায় আগুন আগুন লেগেছে । অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল অধিকারিকদের। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে কয়েক শো শ্রমিকা। বারাইপুরের আকনায় অগ্নিকাণ্ডের পর পুড়ে যাওয়া কারখানায় মঙ্গলবার যান চার সদস্যর ফরেন্সিক দল। ফরেনসিক দলের অধিকারিকেরা বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে ও নমুনা সংগ্রহ করেন। ফরেনসিক দলের বিশেষজ্ঞদের মতে কিভাবে আগুন লেগেছে এই কারখানায় তার নমুনা সংগ্রহের পর সেটি পরীক্ষা করার পরেই সত্য ঘটনা উঠে আসবে বলে মনে করছে ফরেনসিক দলের অধিকারিকেরা। ওই কারখানায় পর্যাপ্ত ভাবে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।

ডাকাতির আগেই মুচিপাড়া থেকে ধৃত এক

দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১ আগস্ট : ডাকাতির আগেই জয়নগর থানার উওর দুর্গাপুর মুচিপাড়া এলাকা থেকে ধৃত একজনকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে গোপন সূতের খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ টিমের তৎপরতায় ভেঙে গেল ডাকাতির ছকা। ডাকাতির আগেই হাতে নাতে ধরা ও পড়ে গেল একজন। উওর দুর্গাপুর মুচিপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ সোমবার রাতে। ধৃত হলো হালিম খান। ধূসরে বাড়ি জয়নগর থানার বহুড় দিঘীরপাড় এলাকা। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

জমি নিয়ে মারপিট, ধৃত এক



দূরন্ত বাত্,বকুলতলা, ১ আগস্ট : জমি জমা নিয়ে মারপিটের অভিযোগে চুনারপুকুর থেকে ধৃত একজনকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। রবিবার বকুলতলা থানার চুনারপুকুর এলাকায় প্রতিবেশির সাথে আবদুল হাই লস্কর নামে এক ব্যক্তির জমি জমা নিয়ে বচসা ও পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আর রবিবার রাতে বকুলতলা থানায় ঐ ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়েরের পর সোমবার বকুলতলা থানার চুনারপুকুরের বাড়ি থেকে আবদুল হাই লস্কর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

দক্ষিন বারাসাত কলেজে ডিএসওর কর্মীদের ওপর হামলা অভিযোগ

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১ আগস্ট : দক্ষিন বারাসাত ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজ গেটের বাইরে মঙ্গলবার এস ইউ সি আই এর ছাত্র সংগঠন AIDSও উদ্যোগে আগামী ৫ আগস্ট প্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মার্চবান্দী চিন্তনায়ক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশের প্রচার ও শিবদাস ঘোষের রচিত পুস্তকের প্রদর্শনী চলার সময় আচমকা তৃণমূল ছাত্র



পরিষদের গুণ্ডা বাহিনী এসে AIDSও কর্মীদের উপর হামলা চালায়, সমস্ত ব্যানার ফ্লেক্স ফেঁসুঁন ছুঁড়ে দেয়, বই ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী জলে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ জানানোে AIDSও জেলা সম্পাদক। তবে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সব ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি আর এই ঘটনায় তৃণূল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ্যাপ্যারে এআই ডি এস ওর জেলা সম্পাদিকা ঋতুপর্ণা কুড়ু বলেন, আমাদের সংগঠনেরই মেয়েরা কলেজ গেটের বাইরে আগামী ৫ ই আগস্টের সমর্থনে বই বিক্রি, প্রচার করছিল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গুণ্ডা বাহিনী এসে আমাদের ওপর আক্রমণ চালায় দুবার বলে এখানে তৃণমূল ছাড়া অন্য কেউ বসতে পারেন না। আমাদের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য শুভ মণ্ডল ও নবকুমার নন্দরকে ব্যাপক মারধর করে ওরা। শুভ মন্ডলকে পরেররাষ্ট্র গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়। আমরা এই ঘটনায় যুক্ত দোষীদের শাস্তি চেয়ে জয়নগর থানায় ডায়েরি করেছি। শিক্ষাঙ্গন সবার যেটা ওরা আনায় ভাবে নথল করে রেখেছে। আর তাদের ব্যাপারে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অরুন নন্দর বলেন, আমাদের কেউ এই ঘটনায় যুক্ত নরা। ওটা দুষ্কৃতিদের কাজ। ওরা মিথ্যা ভাবে আমাদের ওপর দোষ দিচ্ছে। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। যারাবা একই ঘটনাে রায়দীখি কলেজে। সেখানে ও তাদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলেটা ডি এস ও। আর এক্ষেত্রে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তা অস্বীকার করেছে।

ডিএ-র দাবিতে বিক্ষোভ করেছিলেন, হুগলি গার্সল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নয় জন মিড-ডে মিলের রাঁধুনিকে কাজ থেকে বিতাড়িত করার অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, হুগলি,১ আগস্ট : ডিএ-র দাবিতে বিক্ষোভ করেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন ধর্মঘটে। সেই কারণে স্কুলে না আসায় নয় জন মিড-ডে মিলের রাঁধুনিকে কাজ থেকে বিতাড়িত করার অভিযোগ হুগলি গার্সল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কাম্নায় ভেঙে পড়লেন ওই মহিলারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলে যান পুলিশ আধিকারিকরা। গত ৯ মার্চ ডিএ-র দাবিতে ধর্মঘট ছিল সরকারি কর্মচারীদের। হুগলি গার্সল স্কুলের মিড ডে মিলের রাঁধুনিরা অস্থায়ী সামান্য ভাতায় কাজ করেন। তাঁরা সেই ধর্মঘটের দিন স্কুলে উপস্থিত হননি। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্য অনেকে

শিক্ষিকাও সেদিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। কেন ধর্মঘটের দিন স্কুলে আসেননি তা নিয়ে শোকজ করা হয় নয় জন রাঁধুনিকে। তাঁর জবাবও দেন তাঁরা। তবে জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে নয় জনকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল পরিচালন কমিটি। মঙ্গলবার সেই নয় জন কাজে এলে তাঁদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই স্কুলে বিক্ষোভ শুরু করেন রাঁধুনিরা। কাম্নায় ভেঙে পরেন সকলে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জান তারা দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে রান্নার কাজ করছেন। একদিন স্কুলে না আসায় তাদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হল।

তৃণমূল কাউন্সিলর রাষ্টু বিশ্বাস বলেন, স্কুলের সভাপতিকে সরিয়ে



বিধায়ক অসিত মজুমদার স্কুল কমিটির সভাপতি করেন সঞ্জনা

সরকারকে। যদিও, সঞ্জনা সরকারের দাবি, এটা স্কুল

আছে। আবার ধর্মঘটের দিন তারা কিছু না বলে স্কুলে আসেনি। সেদিন বাইশটা বাচ্চা স্কুলে এসেছিল তাদের খাবার কিনে দিতে হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা গার্গী মিত্র বলেন, কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমার একবার নয়। স্কুল পরিচালন কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধর্মঘটের দিন তিনি নিজেও অনুপস্থিত ছিলেন সে কথা স্বীকার করেন প্রধান শিক্ষিকা। কাজ হোকনি মিড ডে মিল রাঁধুনীরা বলেন, ধর্মঘটের দিন বাদি সহ অন্যান্য শিক্ষিকারাও স্কুলে আসেনি।আর আমাদের কাজ সঙ্গে থাকা। তাই সভাপতি আমাদের সঙ্গে এমন করল।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The E.E. (E)/Ltg./Z-Br-II, KMC invites E-tender online percentage bid system for the following works: (1) NIT No.: LTG/212/WD-17/BR-II/Z-4/23-24 Name of Work: Supply and delivery of LED fittings at Beadon Street and other places in Ward no.-17. Estimated Amount: ₹ 2,97,918.86. Earnest Money: ₹ 6,000.00. (2) NIT No.: LTG/209/WD-15/BR-II/Z-4/23-24 Name of Work: Supply and delivery of LED street light at Gouribari Lane, Raja Dinendra Street and different places in Ward No.-15 under Br.-II. Estimated Amount: ₹ 2,97,302.68. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 30 Days (For Sl. No. 1 & 2). Last date of submission of Bid: 12.08.2023 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 01.08.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).	₹ 4,000.00. Period of completion: 30 Days. Last date & time of completion of Bid: 10.08.2023 upto 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 4). Tender opening date: 11.08.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from 01.08.2023 from 2 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).
The E.E. (E)/Ltg./Z-Br-II, KMC invites E-tender by Two Bid System for the following works: (1) NIT No.: LTG/74/47/VI/Z-II/2023-2024 Name of Work: Improvement of street lighting arrangement at various places in Ward No.-47. Estimated Amount: ₹ 4,99,898.49. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 10 Days. Last date and time of submission of Bid: 10.08.2023. The bid forms and other details are available on and from 01.08.2023 from the website https://etender.wb.nic.in (2) NIT No.: LTG/79/VI/Z-II/23-24 Name of Work: Annual operation and maintenance of high mast lighting system under Br.-VI, Z-II. Estimate Amount: ₹ 1,85,657.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 365 Days. Last date and time of submission of Bid: 11.08.2023 upto 1 p.m. The bid forms and other details are available on and from 02.08.2023 (1 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in	The E.E. (E)/Ltg./Z-IV, KMC invites tender online, two part Bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/39/23-24 Name of Work: Development of Bustee Lighting System at different bustee areas beside Tollygunge Road and Chetla Road in Ward No.-81, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 2,95,334.52. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 20 Days. Last date and time of completion of Bid: 12.08.2023 upto 2 p.m. (2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/108/23-24 Name of Work: Improvement of street lighting system with LED fittings at Kalikapur Sardar Para and Buderhat etc. surrounding slum areas in Ward No.-109, Br.-XII. Estimated Amount: ₹ 2,48,569.69. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Period of completion: 25 Days. Last date and time of completion of Bid: 14.08.2023 upto 3 p.m. The bid forms and other details are available on and from 01.08.2023 from 2 p.m. (For Sl. No. 1) & 02.08.2023 from 2 p.m. (For Sl. No. 2) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).
The E.E. (E)/Ltg./Z-VI, KMC invites tender online two bid system for following work: NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/17/23-24 Name of Work: Installation of street lighting system with LED fittings at Thakurpukur Phase-II Co-operative Housing Society in Ward No.-143. Estimated Amount: ₹ 2,47,127.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Period of completion: 11 Days. Last date and time of submission of Bid: 12.08.2023 – 12 Noon. Date Tender opening for Technical Proposal: 14.08.2023 – 12 Noon. The bid forms and other details are available on and from 01.08.2023 (6 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in	The E.E. (E)/Ltg/Crematorium, KMC invites open percentage rate tender online in two bid system for following work: NIT No.: KMC/LTG/SBG/CRM/05/2023-24 Name of Work: Restoration of Electric Furnace No. 2 and allied works at Sirity Burning Ghat. Estimated Amount: ₹ 2,64,101.00. Earnest Money: ₹ 5,500.00 (Lump sum). Time of completion: 03 Days. Last date and time of submission of Bid: 14.08.2023 at 2 p.m. The bid forms and other details are available on and from 04.08.2023 at 5 p.m. from the website https://wbenders.gov.in
The E.E. (E)/Ltg./Z-III, KMC invites tender online, two part Bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/211 Name of Work: Providing UV based Water Purified with allied electrical works (2nd, 3rd & 4th Floor) and Providing Illumination at (Ground & 1st Floor) at Urban Homeless Shelter 242 Kalighat Road in Ward No.-83, Br.-VIII. Estimated Amount: ₹ 3,83,619.00. Earnest Money: ₹ 7,800.00. Period of completion: 30 Days. (2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/223 Name of Work: Repairing & maintenance of street lighting system at S. Bose Road & other places in Ward No.-82. Estimated Amount: ₹ 1,98,738.71. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 30 Days. (3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/224 Name of Work: Renovation of 2 nos. high mast on S. P. Mukherjee Road in Ward No.-73. Estimated Amount: ₹ 1,26,129.81. Earnest Money: ₹ 2,600.00. Period of completion: 15 Days. (4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/225 Name of Work: Repairing of street lighting system at different places in Ward No.-83 under Br.-VIII. Estimated Amount: ₹ 1,98,776.08. Earnest Money:	The DG (E) KMC invite tender online, two bid system for the following work: NIT No.: KMC/DG(E)/LTD/CMO/57/23-24 Name of Work: Arrangement of Generator Van with electrical crew for odd hours at Control Room of CMO Building. Estimated Amount: Open Quotation. Earnest Money: ₹ 9,500.00. Period of completion: 180 Days. Last date and time of submission of Bid: 14.08.2023 (2 p.m.). The bid forms and other details are available on and from 04.08.2023 (2 p.m.) from the website https://wbenders.gov.in (514/23-24)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪৩ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ শ্রাবণ , ১৪৩০

ভারতের নজরে পাক-চিন নীতি

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত হচ্ছে বিদেশনীতিতে জাতীয় স্বার্থপূরণ লক্ষ্য নিয়ে সব দেশই এগিয়ে আসে। ভারত তা থেকে কেন পিছিয়ে থাকবে। প্রগতি এবং বিকাশে ভারতকে নতুন করে জগত সভায় প্রবেশ করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিজেপি সরকার। মোদি পরিস্কার করে বলেছেন পশ্চাদমুখী চিন্তা এবং মৌলবাদী বিপদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সন্ত্রাসবাদকে যারা এখন অস্ত্র করার চেষ্টা করছে তারাই এখন সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে তালিবানদের। তালিবানদের ভয়ে পাকিস্তান তাদেরকে সাহায্য করতে হচ্ছে। তালিবানরা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে পাকিস্তান যদি তাদেরকে সহযোগিতা না করে তাহলে পাকিস্তানের সমস্ত স্তরে জঙ্গি সংগঠনগুলি পাক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বন্দুক তাক করে থাকবে। আফগানিস্তানকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বেশ কিছু দেশ। তারা যাতে আফগানকে সন্ত্রাসের স্তরে ব্যবহার না করতে পারে তার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। তালিবানী অস্ত্র যেন কোনও দেশের অভ্যন্তরে গণ্ডাগোল পাকি না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আফগানিস্তানে মহিলা, শিশু, সংখ্যালঘু সর্ব স্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা থাকার খুবই প্রয়োজন। বন্দুক দেখিয়ে কোনও সরকার চলতে পারে না। সরকারকে পরিচালিত করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে সাধারণ

নাগরিকদের সহযোগিতা এবং তাদের সহানুভূতি। তালিবানরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছা লাভ করতে পারেনি এখনও। তারা সবাইকে আতঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়ে কাবুলে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এই রকম জঙ্গি সরকারকে কোনও রকমভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে না ভারত এখনই। তালিবানরা কথা দিয়েছে তারা সেখানে গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করে সরকার গঠন করবে। সব গেষ্টার প্রতিনিধিদের নিয়ে সংসদ তৈরি করা হবে। শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হবে। খেলাধুলায় মহিলা শেখে শুরু করে পুরণঘেরা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। শিশুদের বিকশিত হওয়ার পথটা সবার জন্য খুলে দেওয়া হবে। সংবিধান তৈরি হবে। শরিয়তি আইন দিয়ে আপাতত দেশ শাসন করা হলেও আগামী দিনে সংবিধান রচনা করে আফগান শাসন করা হবে বলে বিশ্বাস করে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, চিন এখন ভুখণ্ড এবং সমুদ্র পথ দখল করার চেষ্টা করছে। চিন সাগর তাদের বলে দাবি করতে শুরু করেছে। সেখানে বিদেশি জাহাজ ঢুকে গেলেই চিন তাদের ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। চিন সংঘর্ষ করার পথটা খুলে দিচ্ছে। চিন চাইছে সব কিছুকে গ্রাস করে নিতে। সেটা করতে পারে না বলেই চিন এত বেশি উগ্র হয়ে গিয়েছে। তালিবানদের সহযোগিতা করতে শুরু করেছে। চিন দেশে গণতান্ত্রিক ছাড়া আন্দোলনের ওপরে আক্রমণ করেছিল। ছাত্রদের ওপরে সেনা ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিল। বহু ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিল। চিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না। হংকংয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারী ছাত্র এবং যুবকদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। গৃহবন্দি থেকে শুরু করে তাদেরকে কারাগারে নিচ্ছে পর্যন্ত করা হচ্ছে। চিন শুধু চাইছে এশিয়ার সব দেশের ওপরে আধিপত্য করতে। সেটা করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তারা বিজ্ঞানে ইউরোপের দেশগুলির মতো চিন উন্নত নয়। বিজ্ঞানে পিছিয়ে রয়েছে চিন। ফলে আমেরিকার সঙ্গে কোনও রকমভাবে টঙ্কর নিতে পারছে না। চিন যে করোনা প্রতিষেধক বের করেছে তার ওপরে কেউই ভরসা করতে পারছে না।

ভারতের নিষেধ আর্থিক করিডরে

কাশ্মীরে চিন সেখানে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে। সেই আর্থিক করিডরকে রক্ষা করতে সেখানে চিনা সেনার উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত আর্থিক করিডর থেকে চিনা সেনা সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করলেও তাকে অগ্রাহ্য করে চিন তার নিজের কাজ করে চলেছে। চিন তার আর্থিক করিডর বাঁচাতে মারিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। চিন মনে করছে যে আগামী দিনে ভারত যদি পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল নেয় তাহলে আর্থিক করিডর ছেড়ে দিতে হবে ভারতকে। ফলে কাশ্মীর দিয়ে চিন বেশ উদ্বিগ্ন। ভারতের পরবর্তী পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেওয়া। বারবার পাকিস্তানকে এই বিষয়ে ঈশিয়ার দিয়ে চলেছে ভারত সরকার। পাকিস্তান এ ব্যাপারে একটি কথা বলতে পারছে না। তারা বিষয়টিকে আবার রাস্ত্রপুঞ্জ নিয়ে যেতেও পারছে না। ফলে মহা সম্বন্ধে পড়ে গিয়েছে পাকিস্তান। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পাকস্তান। এদিকে পাকিস্তানের পাশে এক মাত্র চিন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চিন পাকিস্তানকে রক্ষা করে চলেছে। কারণ চিন পাকিস্তানের নৌবন্দর ব্যবহার করছে এর ফল চিন ভারত মহাসাগরের ওপরে নজরগারি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানের চেহারা একেবারে বিশ্ব মানচিত্র থেকে উবে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিয়েছে ভারত। সেটাতে খানিকটা আপত্তি রয়েছে চিনের। কিন্তু চিনের আপত্তির কথাকে বেশি আমল দিতে চাইছে না ভারত। আর তাতেই গোষা হয়েছে চিনের। চিনের চেয়ারম্যান শিং চিনফিং প্রকাশে চিন সেনাদের যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আসল ভারতের ওপরে একটি চাপ সৃষ্টি করতে চায় চিন। আমেরিকা এখন করোনা মোকাবিলায় ব্যস্ত। যদিও করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চিনের ওপরে করোনাভাইসার বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার দায় চাপিয়ে দিয়েছে। চিনকে ঈশিয়ারি পর্যন্ত দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু বাস্তবে আমেরিকা এখন কতখ নি চিন বিরোধী হবে সেটাই প্রশ্ন। তাইওয়ান পরিস্থিতি এবং ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংখাত ফল চিন সেনাদের সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর গুণ্ডব ছড়োছে আমেরিকা বলে চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। তবে লালখ সীমান্তে যেভাবে চিন তাদের অধিকারকে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভারতের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করছে সেটা পরিস্কার। চিন যেমন সামরিক দিক দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে।



তত্ত্ব সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্ব সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সম্ভব নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে।

‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলার নিতীক সাংবাদিক এবং সম্পাদককৃষ্ণ দাস পাল ১৪০ তম জন্মদিনে পদার্পণ করলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের প্রতিবেদন) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ (১৮৫৩) পত্রিকাৰ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পত্রিকার সাংবাদিক এবং সম্পাদক হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। তিনি সেই সময়ে বাঙালী হয়েও ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি কেবলমাত্র সাংবাদিক হিসাবেই সুনাম অর্জন করেননি, সংবাদপত্র পরিচালনার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকাটি অনেক বেশি প্রসার এবং সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার প্রতিযোগী পত্রিকার সম্পাদক জর্জ স্মিথ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস পালের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কৃষ্ণদাসের সংবাদ পরিবেশন করার একটি ঐন্দ্রজালিক দক্ষতা রয়েছে। তিনি এমনভাবে বিষয় নির্বাচন করতেন যে পাঠকেরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তাঁর পত্রিকাটি পড়তো এবং সংগ্রহ করে রাখ তো। তাঁর প্রতিক্রার গুণের পত্রিকাটি বাংলা তথা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমনকী দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু ব্রিটিশ আধিকারিকেরাও এই পত্রিকাটি কিনে ঘরে বসে পড়তেন। রামগোপাল সান্যাল এক সময়ে জর্জ স্মিথের উদ্বৃতি তুলে কৃষ্ণদাসের প্রশংসা করেছেন। সেখানে লেখা রয়েছে--“ হি (কৃষ্ণদাস) নিউ হোয়াট সাবজেক্টস টু রাইট আপান অ্যাণ্ড হোমেনে। হোয়াটএভার হি রোট, হি রোট ইউথ থেট ইনসাইট।” কৃষ্ণদাস এদেশের সমকালীন শাসকদের সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশ করেছেন। সেই মত প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আমরা দেখতে পাই। কৃষ্ণদাস পাল তাঁর সাংবাদিকতার প্রতিভা বলে চার পাঁচ মাসের মধ্যেই হিন্দু পেট্রিয়টকে আকর্ষনীয় করে তোলেন। ১৮৬২ সালে মার্চ মাসে লর্ড ক্যানিং যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি একটি সম্পাদকীয় নম্ব্ব লিখে সবাইকে আবার ১৮৬২ সালে এপ্রিল মাসে স্যার জন থ্যাণ্টের অবসর গ্রহণ

বিদ্রোহের মুখ্য ভূমিকায় মিস্টার থ্যাণ্ট যেভাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে কর্তব্য সমাপন করেছিলেন ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। মিস্টার থ্যাণ্টের স্মৃতি রক্ষার্থে যে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল সেখ ানে সর্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণদাসকে সহকারী সম্পাদক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সময়ে কলকাতার পণ্ডিত মহল কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। তার একটি মাত্র কারণ তারা মনে করেছিল ইংরেজ শাসকেরা এদেশে থাকার ফলে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করা মানেই আবার ভারতের সেই প্রাচীন শাসকদের হাতে বন্দি করে হওয়া। সেটা কিন্তু কলকাতার পণ্ডিত সোজা একেবারে গ্রহণ করতে পারেনি। সেই কারণে তারা সিপাহী বিদ্রোহ কালে ইংরেজদের পক্ষে থাকেই এবং সমর্থন দিয়েছে। আধুনিক ভাবে গড়তে গেলে ইংরেজ শাসকদের থাকার খুবই প্রয়োজন রয়েছে

সেটাও অনুভব করতে পেরেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনিও সিপাহী বিদ্রোহকে কতখানি মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিলেন তা নিয়ে আজও যথেষ্ট তর্কবিতর্ক রয়েছে। তবে কৃষ্ণদাস পাল জন পিটার থ্যাণ্টকে একটি কারণে প্রশংসা করেছিলেন সেটা হচ্ছে তিনি লর্ড ক্যানিংয়ের পথকে অনুসরণ করেননি। লর্ড ক্যানিং চেয়েছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে যারা অংশ গ্রহণ করেছে এবং নায়কদের ওপরে কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করতে। কিন্তু জন পিটার থ্যাণ্ট তাঁর বিজ্ঞ দূরদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি লর্ড ক্যানিংকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন দমন নীতি পরিত্যাগ



করতে হবে এবং সে ব্যাপারে তিনি লর্ড ক্যানিকে নিরস্ত করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের কাল প্রাসও মহামাটির দেখা দিলে কৃষ্ণদাস পাল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য সেখানকার দুর্ভিক্ষের সঠিক চিত্র প্রকাশ করেন। সেই সময়ে ‘ইংলিশমান’ এবং শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ‘দ্য ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া’ পত্রিকাতেও এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সেখানে সরকারি ওদাসিন্যের অভিযোগও করেছিলেন। সরকারের নিক্ত্রিয় প্রতিবাদ করে যেভাবে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সরকারের প্রতিভূ হয়ে কৃষ্ণদাস পাল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সবাই বিস্মিত হন। তারপরে দেখতে পাওয়া গেল যে সরকারি কৃষ্ণদাস পালের সুপারিশ ক্রমে একটি রিলিফ কমিটি তৈরি করে এবং এই রিলিফ কমিটিতে অকাতরে

গর্ভনর স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের এক সয়ে মনে হয়েছিল বাংলার উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকার প্রচুর ব্যয় করতে শুরু করে দিয়েছে। সংস্কৃত কলেজে কাব্য বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে যেভাবে ব্যয় করা হচ্ছে তা একেবারে অপ্রয়োজনীয়। অনেকটা দৃষ্টিকটু। তাই তিনি তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা এটকিনসনকে এই বিষয়ে যথাযথ ক্রতে থাকেন। কৃষ্ণদাস পাল তা জানতে পেরে তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন-‘ইউটনিস দিস রুথলেস অ্যাটাক অন দ্য ফ্যাকাল্টি ডিভাইন অ্যাণ্ড এভেঞ্জ ইট।’ তিনি আবার পরে আর একটি বক্ত্রাঞ্জি রচনা করে লর্ড ক্যাম্বেলের উদ্দেশ্যে ছিলেন। “ পোয়েট্রি ইজ টু বি ভ্যানিস ফ্রম আগুয়ার স্কুল! হোয়াট নেস্টট নেস্টট? ’ এই

ধরনের ক্যাম্বেল বিরোধী লেখা প্রকাশিত হতেই একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন স্বয়ং ক্যাম্বেল। তিনি রেগে গিয়ে মন্তব্য করলেন-‘ এজ ও প্রিটেনসিয়াস পেপার চেরিসিং ইল-উইল টুয়ার্ডস গর্ভমেন্ট’। তিনি কেবল মাত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাকে আক্রমণ করলেন না তা নয়, সেই সময়ে সব নেটিভ পত্রিকাকে আক্রমণ করতে থাকলেন। তিনি তাঁর সচিবকে দিয়ে কৃষ্ণদাসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেবের নামে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। সেই কবিতার শিরোনাম ছিল ‘ববন্ম জর্জাস্টকম’ (প্রকাশ বৈশাখ, ১২৮১ মধ্যস্থ পত্রিকা)। “ ববন্ম ক্যাম্বলি বংশ- অবতংস জর্জবম কি বিচিত্র চারচিত্র চরিত্রসা মহামহন। সেকেটারি ডিউক হরি, হুং হি হরস্বরপম্ অভেদম্বা হর্তাকর্তা আর্ভভূমি নায়কম।।” ‘মধ্যস্থ’ পত্রিকার সম্পাদক মনোমহন বসুও সেদিন সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকোচন নীতি নিয়ে তাঁর প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন সাংবাদিক রবীন্দ্র কুমার শীল। ছোট লাট ক্যাম্বেলকে নিয়ে কৃষ্ণদাস পাল একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন সরকারের ভ্রান্তনীতিগুলির বিরূপ সমালোচনা করে। পরে ক্যাম্বেল সাহেব বিদায় গ্রহণ কালে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ ছোটলাটের পক্ষে আক্ষেপ করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ১৭৭৪ সালে মাহেশের রথযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন ক্যাম্বেল। স্যার রিচার্ড স্টেনপল এই ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। রথযাত্রা বন্ধ করার ব্যাপারে অভিযোগ তোলা হয়েছিল রথটি মোরামত ঠিক মতো হয়নি। সেই সময়ে রথযাত্রা কমিটির কর্তা নিমাইচরণ বসু এর প্রতিবিধান চেয়ে কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে দেখ া করেন। কৃষ্ণদাস পাল তা পড়ে দেখতে না পেয়ে একেবারে লর্ড নর্থব্রক এর সঙ্গে কথা বলেন। তার পরে বড়লাট টেলিগ্রাম করে রথযাত্রা নির্বিঘ্নে করার আদেশ দেন। পাণ্ডুয়ায় দুর্গা উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মুসলিমদের ভাবাবেগে আঘাত যাতে না করতে পারে। এই সময়ে বাবু মতিলাল শীল প্রমুখ সন্ত্রাস্ত হিন্দু নেতৃবৃণ এই বিষয়ে প্রখ্যাত উকিল

লণ্ডভিল ক্লার্কের দিয়ে মামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণদাস পাল ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পেলের কাছে চিঠি পাঠান। তাতে তাঁর কাছ কোনও উদ্ভর আসছিল না। তখন বাধ্য হয়ে কৃষ্ণদাস পাল তাঁর পত্রিকাতে বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশ করেন জনমত তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তারপরে সরকারের টনক নড়ে। তখন কৃষ্ণদাস পালকে ডেকে মীমাংসা সূত্র বের করা হয় এবং দুর্গা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই প্রবন্ধের রচয়িতা সাংবাদিক রবীন্দ্রকুমার শীল। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’কে সরকার আলোচনা করে মীমাংসা সূত্র বের করতে এবং সমাধানের পথ তৈরি করতে। কৃষ্ণদাস পাল মনে করতেন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ একেবারে অসমীচীন। শিক্ষাই জাতীয় জীবনের অগ্রগতি সোপান। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষানুরাগীরাই কেবল মাত্র পথ প্রদর্শন করতে পারে। সরকারের সেই রূপ কোনও অধিকার নেই। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কৃষ্ণদাস পাল সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে ১৪ মার্চ ছোটলাট লিটন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে ভারত্বুলার প্রেস অ্যান্ড চানু কর্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস পাল সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে তিনি সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিনি প্রবন্ধ প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ সালের শেষ দিকে এই নিষিদ্ধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি বাতিল করলো আদালত

বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি বাতিল করে দিল আদালত। ২১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে বলে সে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল আদালত তা একেবারে খারিজ করে দিল। বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে একশো মিটার দূরে অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসহ নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং বেকার্য অর্থ যাতে দ্রুত পাওয়া সম্ভব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের টাকা দিচ্ছে না। উন্নয়নের টাকা আটকে রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক দিক দিয়ে রাজ্যকে বঞ্চনা করছে। বিজেপি দলের নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করে রাজ্যের টাকা যাতে দ্রুত নিয়ে আসা সম্ভব হয় তার জন্য প্রচেষ্টা করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে দলীয় কর্মীদের উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষিত কর্মসূচিকে একেবারে বাতিল করে দিল। রাজ্যের বিরোধী দলের নেতারা আদালতের সিদ্ধান্ত নুকে স্বাগত জানিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দলের থেকে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষের দাবি আদায় করতে এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এখন বিদেশে। তিনি কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়েই বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি এই ঘোষিত কর্মসূচিতে থাকতে পারছেন না বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু আদালত এই কর্মসূচিকে খারিজ করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের চলাচল এবং শান্তি যাতে বিরল্লিত না হয় তার দিকে খেয়াল রেখেই এই

আদালত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাকে আগত জানানো হচ্ছে। সিপিএম দলের নেতা সূজন চক্রবর্তী বাড়ি ঘেরাও অভিযান যখ ন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের উচিত ছিল সেখানে হস্তক্ষেপ করে তাকে বাতিল করে দেওয়ার। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এখন মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন আদালত তাদেরকে বাঁচিয়ে দিল। তৃণূল কংগ্রেসের নেতা তাপস রায় বলেছেন যে অভিষেক তরুণ। তিনি একটি কর্মসূচির কথা বলেছিলেন। ফলে এই নিয়ে আলোচনা করাটা একেবারে অনর্থক। তিনি আরও বলেছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন গরিবদের মুখে দিকে তাকিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা না আসার ফলে একশো দিনের কাজে যারা অংশ গ্রহণ করেছে তাদেরকে টাকা দিতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। যারা আজকে কর্মসূচি চাচ্ছে আদালতে গেলেন তাদের মুখ দিয়ে সেই প্রাণ্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও কথা বলতে শোনা যায়নি। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে বিজেপি দলের নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করার প্রকল্প স্তরে কেন্দ্রের কাছে পাওয়া আদায়রে ব্যাপারে আন্দোলন করা যেতে পারে। এদিকে বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন যে ঠিক সময় মতো কোনও হিসাব দিচ্ছে না রাজা সরকার। হিসাবে গড়মিল থাকছে। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছিল সঠিক হিসাব দিন। কোনও রাজ্যের টাকা আটকে রাখছে না কেন্দ্রীয় সরকার। হিসাব ঠিক মতো এবং ঠিক সময় মতো জমা না দিতে পারলে ব্যবস্থা টাকা পাওয়া খুবই কঠিন হবে।

হেরিটেজ

বিষ্ণুপুরে রয়েছে ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ

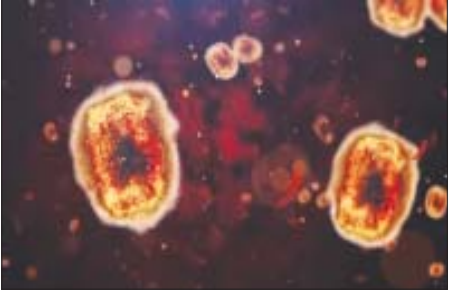
পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরে রয়েছে এই ঐতিহাসিক মন্দির। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এটি মল্লভূমের রাজা হাশির মল্ল দেব (বীর হাশির)



এটি চালু করেছিলেন। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্তুস্ত ২৩.৫ মিটার এবং উচ্চতায় ২২.৫ মিটার। মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে ল্যারেইট পাথর দিয়ে। ওপরের অংশ ইট দিয়ে তৈরি। পিরামিড চালা শিল্পকে অনুসরণ করে এটি তৈরি করা হয়েছিল। এখানে প্রতি বছর বিষ্ণুপুর সঙ্গীত সম্মেলন করা হয়ে থাকে। রাসমঞ্চটি তৈরি করা হয়েছিল রাধাকৃষ্ণ এর নামকে স্মরণ করেই। শ্রীকৃষ্ণ এর রাসপূর্ণিমার দিন এখ ানে আগে নৃত্যগীত পরিবেশন করা হতো। মল্ল রাজারা তাতে অংশ গ্রহণ করতেন। এবং তাঁরা আবার পাশের রাজাদের রাজবাড়িতে দুর্গা পূজা চালুচরী শাড়ী তৈরি করে সারা বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি লাভ করে। নন্দীপ যেমন মন্দিরময় ঠিক সেই রকম বিষ্ণুপুরও মন্দিরময় স্থান। তবে এখানে রাধাকৃষ্ণ এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে। মল্ল রাজাদের রাজধানি ছিল বিষ্ণুপুর। ৯৯৪ সালে এখানে রাজবাড়িতে দুর্গা পূজা শুরু হয়েছিল। সমগ্র বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন দুর্গা পূজা উৎসব আজও পালন করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

উষ্ণায়নের জেরে জাগছে কোটি বছরের ভাইরাস, উদ্ভিগ্ন বিজ্ঞানীরা



উষ্ণায়ন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে জের! কোটি কোটি বছর ধরে বরফের কোলে ঘুমিয়ে থাকা ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস-জীবাণুও উঠছে জেগে। অচিরেই যা বিশ্বের প্রাণময় সব কিছুর জন্য অতি বিপজ্জনক সাব্যস্ত হতে পারে বলেই সাবধান করছেন বিজ্ঞানী-গবেষকরা। পিএলওএস কমপিউটেশনাল বায়োলজি নামে জানালাে এই বিষয়ক সমীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর তা অনুযায়ী, গবেষকরা ‘অভিভা’ নামে একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে বহু প্রাচীন একটি প্যাথোজেন’কে (এমন কিছু যা রোগব্যধি ঘটায়) সমসাময়িক জৈবিক পরিবেশে মুক্ত করেন। তার পর তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। ফলাফল রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। বিজ্ঞানীদের দাবি, একটি প্রভাবশালী প্যাথোজেনের মাত্র ১ শতাংশ মুক্তিতেই পরিবেশে বড়সড় পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে জীববৈচিত্র্য। মানব সমাজেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেই রিপোর্টে প্রকাশ।

সিএলডব্লু জুলাই ২৩-এ সর্বকালের সর্বোচ্চ লোকো উৎপাদন অর্জন করেছে

চিত্তরঞ্জন, ১ আগস্ট : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, রেলপথ মন্ত্রকের অধীনে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলির প্রধান নির্মাতা, ৩১.০৭.২০২৩



তারিখে লোকোমোটিভ উৎপাদনে আরেকটি নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে রেকর্ড ৬৫ টি লোকো উৎপাদন করে, যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ উৎপাদন। জুলাই মাসে এবং একটি অর্থবছরের যেকোনো মাসে, গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ৯৭ বেশি লোকো উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সিএলডব্লু ২০২৩-২৪ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত ১৮৭ টি লোকোমোটিভের সর্বকালের সর্বোত্তম ক্রমবর্ধমান লোকোমোটিভের উপাদান অর্জন করেছে, যা এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৩৬ টি লোকোমোটিভের উৎপাদনের তুলনায় ৩৭.৫ বেশি। দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় অর্জন সম্ভব হয়েছে। অনুপ্রেরণা এবং সমর্থন সহ টিম সিএলডব্লু এই কৃতিত্ব অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের ব্যতিক্রমী দক্ষতা এবং উৎসর্গ প্রদর্শন করেছে। শ্রী দেবী প্রসাদ দাশ, জেনারেল ম্যানেজার ‘টিম সিএলডব্লু ’ কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই কৃতিত্বের জন্য নিবেদিত কর্মী, সুপারভাইজার এবং অফিসারদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সিএলডব্লু অতীতের মতো লোকোমোটিভ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক মাইলফলক অর্জন করতে থাকবে। এই অসামান্য কৃতিত্বটি উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তার অটুট প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ।

আন্তঃ-বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ হাওড়া বিভাগ বিজয়ী

কলকাতা, ১ আগস্ট : মালদায় রেলওয়ে ইনস্টিটিউট সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক দীপ্তিতে সজ্জিত ছিল কারণ পূর্ব রেল সম্প্রতি আন্তঃবিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর আয়োজন করেছে, যেখানে একটি মুঞ্চকর এক-অভিনয় থিয়েটার প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই ইভেন্টটি হাওড়া, মালদা, শিয়ালদহ, আসানসোল, জামালপুর এবং কাঁচারাপাড়া ওয়ার্কশপের বিভাগগুলিকে একত্রিত করেছিল, যা রেলওয়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং প্রতিভা প্রদর্শন করে।

একক নাটকের প্রতিযোগিতা ছিল গল্প বারান এবং নাট্যের উৎকর্ষের উদ্দ্যোদন। প্রতিটি বিভাগ বিশ্ণয়কর পারফর্ম্যান্স উপস্থাপন করেছে যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে এবং গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের ক্রিয়াকলাপে তাদের হৃদয় এবং আত্মা ঢেলে দেয়, উপস্থিতি সর্বকলের মনে একটি অমোঘ দাগ রেখে যায়। অংশগ্রহণকারী বিভাগ এবং কর্মশালার মধ্যে উদীয়মান বিজয়ী, হাওড়া বিভাগ আন্তঃবিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ সামগ্রিকভাবে লোভীয় প্রথম স্থান দাবি করেছে। তাদের অসামান্য পারফরম্যান্স তাদের উৎসর্গ, দলগত কাজ, এবং ব্যতিক্রমী শিল্পিকতার প্রমাণ ছিল, যা তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং করতালি হাওড়ার সম্মানিত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) জনাব সঞ্জীব কুমার, ডিভিশনাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন হাওড়া দলকে তাদের আধারগণ কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি তাদের কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং শিল্পকলার প্রতি অটুট আবেগের প্রশংসা করেন, যা তাদের এই মর্যাদাপূর্ণ বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। পূর্ব রেল তার কর্মচারীদের প্রতিভা লালন এবং ভাবনের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য অত্যন্ত গর্বিত। আন্তঃ-বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা একটি প্রাণবন্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য সংস্থার প্রতিশ্রুতির প্রমাণ হিসাবে কাজ করে, যেখানে সৃজনশীলতা এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তি বিকাশ লাভ করে। পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত অংশগ্রহণকারী বিভাগ এবং কর্মশালা, অভিনয়শিল্পী, সংগঠক এবং শ্রোতাদের ইভেন্টের দূর্দান্ত সাফল্যে অবদান রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। প্রতিযোগিতাটি শুধু রেলওয়ে ভাড়াত্বের মধ্যে বৈচিত্র্যময় শৈল্পিক প্রতিভা প্রদর্শন করেই বরং এর সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বন্ধনকেও শক্তিশালী করেছে।

মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অসংবেদনশীল ঃকে সি বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট : কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শালেনল রাজ্যসভার সাংসদ ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেণুগোপাল বলেছেন, এই সরকার মণিপুর ইস্যুতে সম্পূর্ণ সংবেদনশীল, প্রধানমন্ত্রী মোদি ৫ সেকেন্ডের জন্যও সংসদে আসছেন না। আমরা এখানে ভারতের জনগণের জন্য আওয়াজ তুলতে এসছি এবং আমরা তা চালিয়ে যাব। প্রসঙ্গত, সংসদের স্বাভাবিক কাজের মঙ্গলবারও ব্যাহত হয়েছে। মণিপুর ইস্যুতে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সাংসদদের তুমুল হাইট্রোগালের কারণে মঙ্গলবার দুপুর দাঁটো পর্যন্ত মূলতৃবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। দিল্লি সার্বভৌম বিল প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন বেণুগোপাল। তিনি বলেছেন, দিল্লি পরিষেবা বিল সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক, আমরা এ সর্বের বিরোধিতা করব।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

পৃথিবী ছেড়ে চাঁদের দেশে চন্দ্রযান ৬, খবর দিল ইসরো

পৃথিবী থেকে রওনা দিয়েছিল গত ১৪ জুলাই, এবার খুব ভালো ভাবে চাঁদের দেশে অর্থাৎ চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়েছে তৃতীয় চন্দ্রযান। চাঁদের মাটিতে পা রাখার দিকে আরও এক কদম এগোলো ইসরোর স্বপ্নের উৎক্ষেপণ। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে খবর, সোমবার রাত বারোট্টা থেকে একটার মধ্যে ট্রাণ লুনার ইন্জেকশন মোড়ে ঢুকে পড়েছে চন্দ্রযান। এর পর চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে করতেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে বিক্রম। বিক্রমের পেট থেকে ভূমিষ্ট হবে প্রজ্ঞান। শুরু করবে নিজের কাজ। গত ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে রওনা দিয়েছিল তৃতীয় চন্দ্রযান। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত যাত্রার প্রতিটি ধাপ সে পেরিয়েছে সফলভাবে। তবে পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে চাঁদের



কক্ষপথে ঢুকে পড়া ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। যা সাফল্যের সঙ্গেই উত্তরেছে বলেই খবর। এর পরের কঠিন পরীক্ষা প্রজ্ঞানকে নিরাপদে চাঁদে নামানো। এর জন্য প্রথমে মহাকাশযানের গতি ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে। যাকে বলা হয় লুনার বাউন্ড ম্যানুভার নাম্বার। এর পর শুরু হবে ল্যান্ডার মডিউলের

সবজির বাজারে প্রশাসনের অভিযান, কড়া নির্দেশ

হালদুগায়নি, ১ আগস্ট : উত্তরাখণ্ডে স্থানীয় প্রশাসন এবং মাড়ি প্রশাসন সবজির ক্রমবর্ধমান দাম নিয়ন্ত্রণে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য তারা অভিযানও চালাচ্ছেন। নৈনিতালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে গঠিত দলটি প্রতিদিন পাইকারি ও খুচরা মূল্যের তালিকা জারি করে। দেখা যাচ্ছে, খুচরা বিক্রেতার পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে না কিনে বাজারে পরিচালিত খামার থেকে সবজি কিনছেন, যার কারণে সবজির দামে পার্থক্য রয়েছে। এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ও বাজার কমিটি লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। মঙ্গলবার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট রিচা সিং এবং মাড়ি সেক্টরটির দিগ্বিজয় সিংয়ের নেতৃত্বে প্রশাসন এবং মাড়ি দল পরিবহণ নগরের কাছে পরিচালিত খুচরা সবজি বিক্রেতাদের দোকানে অভিযান চালায়। অভিযানে তারা সব্জির দামের পার্থক্য খুঁজে পেয়েছে। এই জন্য সবজি বিক্রেতাদের কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছে, এখন থেকে সবজি শুধুমাত্র মাড়ির জারি করা দামেই বিক্রি করা হবে।

ড্রোন হামলা

মস্কো, ১ আগস্ট : রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে একটি বহুতল ভবনে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। স্থানীয় মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন জানিয়েছেন, শত্রুপক্ষের ড্রোন হামলায় গত সপ্তাহে একই ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মেয়র জানিয়েছেন, এবারের হামলায় বন্যারি ২১ তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

Name Change
I, HABIBUL MISTRI (old name) S/O FAJLUR RAHAMAN MISTRI Presently residing at Vill-Mandlia, PO-Bangalghi, PS- Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West-Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HABIBUR MISTRI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 31/07/2023. HABIBUL MISTRI and HABIBUR MISTRI both are same and one identical person.

Name Change
I,RAJIB ROY, S/o Rajindra Nath Roy, residing at Vill Shimulpur Anandapara, P.O. Thakur Nagar, P.S. Gaighata, North 24 Pgs do hereby declare that Rajib Roy and Rajib Roy is one and same identical person vide an affidavit before the 1st class Executive Magistrate at Bongaon on 31/7/2023 . Now I shall know as Rajib Roy in all purpose.

Name Change
I, MOCHEN MOLLAH is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- JINNAT MOLLIA. Residing at Vill - Natun Nowpara, Post- Nowpara, PS- Dhubulia, Dist- Nadia, Pin-741140, West Bengal. Shall henceforth be known as MOCHEN MOLLA. That my name MOCHEN MOLLA and MOCHEN MOLLAH and MACHEN MOLLA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, MOHAMMAD HASIMUDDIN SEKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- T8614077 and School Certificate, S/O-UMEJADDIN SK. Residing at Vill -Rejnagar, Post- Rejnagar, PS- Rejnagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742189, West Bengal. Shall henceforth be known as HASIM SK. That my name HASIM SK and MOHAMMAD HASIMUDDIN SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

মেট্রোর ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ে ৬৪.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি

কলকাতা, ১ আগস্ট : ভারতীয় রেলওয়ে ঐতিহ্যবাহী আয়ের উৎসগুলি ছাড়াও আয় বাড়ানোর জন্য ভাড়া ছাড়া রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করছে। মেট্রো রেল, ভারতীয় রেলওয়ের অংশ হিসাবে এই উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এর রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা সাধারণত যাত্রীদের উপার্জনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, মেট্রো রেলওয়ে পিক আপ এবং ড্রপ অফ সুবিধা প্রদান, স্টেশনগুলিতে লিটার বিনের ব্র্যান্ডিং, মেট্রো রেকের ভিতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, খোলা জায়গায় হেড্‌িংগুলি প্রদর্শন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা স্থাপনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের দিকে মনোনিবেশ করছে। বিভিন্ন স্টেশনে কিস্কস্ক, হ্যান্ডেল চৌচিন ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি। দেশের কোনো মেট্রো স্টেশনে প্রথমবারের মতো শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনে পিউউডিও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আরেকটি অনন্য উদ্যোগে, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের ৩৪ টি স্টেশনে ২০৪ টি লিটার বিনকে এ পর্যন্ত ব্র্যান্ড করা হয়েছে। বিভিন্ন মেধা রেকের হ্যান্ডেল চৌচিনও ব্র্যান্ড করা হচ্ছে। এছাড়াও মেট্রো রেলওয়ে ট্র্যাক সাইডওয়ালস ব্র্যান্ডিং, কার্ড ব্যালেন চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এসসিআরএম) ব্র্যান্ডিং, এএফসি- পিসি গেটস এবং ফ্ল্যাগ ব্র্যান্ডিং, ফুড কিস্কস্ক স্থাপন, স্মার্ট কার্ডের মতো উদ্ভাবনী ধারণাগুলিও বাস্তবায়ন করেছে। এবং টোকেন ব্র্যান্ডিং, যাত্রীদের ইনফোটেনিনমেন্ট দেওয়ার জন্য রেকের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে হাজির স্থাপন করা ইত্যাদি। এই ধরনের পিউউডিও মেট্রো রেলওয়ের ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের সম্ভাবিত প্রচেষ্টায় মেট্রো রেল আয় করেছে। ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে ১২.৬৩ স্কাটি টাকা ২০২২-২৩ সালে মেট্রো রূপি আয় করেছে। একই সময়কালের (অর্থাৎ এপ্রিল, ২০২২ থেকে জুলাই, ২০২২) নন-ফেয়ার রেভিনিউ হিসাবে ৭.৬৬ কোটি। এটি ৬৪.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি।

Name Change	Name Change
I, USHA DILPRASAD SHARMA (old name) W/O DIL PRASAD SHARMA Presently residing at PURBA KHAIRBARI ALIPURDUAR 735220 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) USHA DEBI SHARMA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. USHA DILPRASAD SHARMA and USHA DEBI SHARMA both are same and one identical person.	I, AVIJIT DUTTA (old name) S/O ATINDRANATH DUTTA Presently residing at Vill+PO- Taraguniya, PS-Baduria, Dist- North- 24 Pgs, Pin- 743401 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABHIJIT DUTTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. AVIJIT DUTTA and ABHIJIT DUTTA both are same and one identical person.

Name Change	Name Change
I, DILPRASAD RUPLAL SHARMA (old name) S/O LATE RUPLAL SHARMA Presently residing at PURBA KHAIRBARI ALIPURDUAR - 735220 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DIL PRASAD SHARMA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. DILPRASAD RUPLAL SHARMA and DIL PRASAD SHARMA both are same and one identical person.	I, PRAKASH DIL PRASAD SHARMA (old name) S/O DIL PRASAD SHARMA Presently residing at PURBA KHAIRBARI ALIPURDUAR - 735220 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRAKASH SHARMA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. PRAKASH DIL PRASAD SHARMA and PRAKASH SHARMA both are same and one identical person.

Name Change	Name Change
I, KHADIJA KHATUN (old name) W/O AMIR ALI SHEKH Presently residing at Vill-Jayantipur, PO-Petrapole, PS- Bongaon, Dist-24 Pgs(N). Pin-743405 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KHADIJA KHATUN SHEKH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. KHADIJA KHATUN and KHADIJA KHATUN SHEKH both are same and one identical person.	I, KHURSIDA BIBI (old name) W/O MD NOOR ALAM SARDAR Presently residing at KIDHANGUR SARDAR PARS, PO- BAKHANGUR, PS- RABINDRANAGAR, PIN-700066 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KHURSHIDA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. KHURSIDA BIBI and KHURSHIDA BIBI both are same and one identical person.

Name Change	CHANGE OF NAME/SURNAME
I, MOHAMMAD HOSSAIN (old name) S/O AHAMAD JALAL (old Name) Presently residing at u-41, Karbala Road, PO- Bartala, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my & my Father's name to (shall henceforth be known as) MD HOSSAIN MOLLA S/o JALAL AHMED MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. MOHAMMAD HOSSAIN S/O AHAMAD JALAL and MD HOSSAIN MOLLA S/o JALAL AHMED MOLLA both are same and one identical person.	I SANTOSH LIMBU S/O-MAN BAHADUR LIMBU R/O- SISHA BARI, CHAMPASARA, PRADHAN NAGAR, SILIGURI, DARJEELING, PIN-734003 WEST BENGAL, INDIA. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHOJ BAHADUR LIMBU. VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC SILIGURI ON DATE 28/07/2023. BHOJ BAHADUR LIMBU & SANTOSH LIMBU BOTH ARE SAME PERSON.

Name Change	Name Change
I, JIARUL MONDAL (old name) S/O NOOR ISLAM MONDAL Presently residing at Vill-Dakshin Balaiddanga, PO+PS- Gopalnagar, Bongaon, Pin-743262 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JIYARUL MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. JIARUL MONDAL and JIYARUL MONDAL both are same and one identical person.	I, TAHMINA BIBI (old name) D/O ABUL HOSSIN Presently residing at Vill & PO- Hadipur, North 24 Parganas- 743424 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)TAHAMINA BEGAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 01/08/2023. TAHMINA BIBI and TAHAMINA BEGAM both are same and one identical person.

Name Change	Name Change
I NIRANJAN PRASAD VERMA S/O LATE TARAKESWAR PRASAD R/O 19/5 NEOGIPARA, PO- ATHPUR, PS- JAGATDAL, NORTH 24 PARGANAS - 743128 SHALL HENCEF ORTH BE KNOWN AS NIRANJAN PRASAD VIDEAN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/08/2023. NIRANJAN PRASAD VERMA AND NIRANJAN PRASAD SAME AND INDIDENTAL PERSON.	I, RITA ROY, W/o Mihir Roy residing at Vill Shimulpur, Anandapara, P.O. Thakurnagar .P.S. Gaighata, North 24 Pgs. do hereby declare that Rita Ray and Rita Roy is one and same identical person vide an affidavit before the 1st class Executive Magistrate at Bongaon on 31/7/2023. Now I shall know as RITA ROY in all purpose.

Name Change	Name Change
I, PALI ROY, W/o Rajib Roy residing at Vill Shimulpur, Anandapara, P.O. Thakurnagar, P.S. Gaighata, North 24 Pgs. do hereby declare that Pali Ray and Pali Roy is one and same identical person vide an affidavit before the 1st class Executive Magistrate at Bongaon on 31/7/2023. Now I shall know as Pali Roy in all purpose.	I, RAJU MOLLAH is wrongly recorded in my School Certificate, S/o- MOCHEN MOLLA. Residing at Vill - Natun Nowpara, Post- Nowpara, PS- Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Shall henceforth be known as RAJU MOLLA. That my name RAJU MOLLA and RAJU MOLLAH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change	Name Change
I, MD DIDAR HOSSAIN S/o- HAZI SERUDDIN MUNSI, Residing at Vill - Baranagar, Post- Jalalpur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. That my name DIDAR HOSSAIN is wrongly recorded in my Passport No- JR727116. Shall henceforth be known as MD DIDAR HOSSAIN. That my name MD DIDAR HOSSAIN and DIDAR HOSSAIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.	I, ENAMUL HOQUE S/o- JHATU SK, Residing at Vill - Jot Chainpara, Post- Joyenpur, PS- Baishnabnagar, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. That my name MD ENAMUL HOQUE is wrongly recorded in my Son's Admit and School Certificate. Shall henceforth be known as ENAMUL HOQUE. That my name ENAMUL HOQUE and MD ENAMUL HOQUE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change	NAME CHANGE
I, PABITRA SARDER is wrongly recorded in my School Certificate, S/o- PINTU SARDAR. Residing at Vill - Joykrishnapur, Post- Joykrishnapur, PS- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Shall henceforth be known as PABITRA SARDAR. That my name PABITRA SARDAR and PABITRA SARDER is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.	I, Puja Kumari (Old Name), W/o Anand Pandit, R/o: 98, Brahmapur Sekh Para, P.O: Brahmapur, P.S: Bansdron, Dist: South 24 Pgs. Pin Code: 700096 (W.B.) has changed my name to Puja Pandit via affidavit sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore. Henceforth, Puja Kumari & Puja Pandit is the same and identical person.

বুমরা ফিরলেন অধিনায়ক হয়ে, ডাক পেয়েছেন রিঙ্কু



মুম্বই, ১ আগস্টঃ অবশেষে পুরো ফিট হয়ে উঠেছেন যশপ্রীত বুমরা। চোটের কারণে প্রায় ১০ মাস মাঠের বাইরে থাকা এই জোরে বোলার টি-টোয়েন্টি দিয়ে ফিরতে চলেছেন মাঠে। শুধু একজন বোলার হিসেবে নয়, বুমরা মাঠে ফিরছেন অধিনায়ক হয়ে।

আয়ারল্যান্ডে ৬ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য বুমরাকেই অধিনায়ক করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এর আগে ভারতকে এক টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন বুমরা। ২৯ বছর বয়সি বুমরা ভারতের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে

টি-টোয়েন্টি সিরিজে। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও মিস করেছেন বুমরা। পিঠে অস্ত্রোপচার করানোর পর লম্বা বিরতিতে যেতে হয়েছে তাঁকে। সফল অস্ত্রোপচারের পর লম্বা পুনর্বাসনের শেষ ২ মাস বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে কাটিয়েছেন বুমরা। সেখানে ধীরে ধীরে বোলিংয়ের পরিমাণ বাড়িয়েছেন। সেখানে কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছেন। ভারতের আয়ারল্যান্ড সফরের দলে ডাক পেয়েছেন আরেক পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা। ২০২১ সালে ভারত দলে অভিষেক হওয়া এই পেসার ১৪টি ওয়ানডে খেলে ফেললেও

টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেয়েছেন এই প্রথম। আয়ারল্যান্ড সফরের দলে ডাক পেয়েছেন সর্বশেষ আইপিএলে সাড়া ফেলে দেওয়া রিঙ্কু সিং। ২০২৬ সালের আইপিএলে ১৪ ইনিংসে ৫৯.২৫ গড় ও ১৪৯.৫৬ স্ট্রাইক রেটে ৪৭৪ রান করেছেন এই ব্যাটসম্যান। ২৫ বছর বয়সি এই ইংল্যান্ডের এখন ক্যাপ্টেন বদল ভালে একজন ফিনিশার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। রিঙ্কু ছাড়াও দলে ডাক পেয়েছেন ভারতের হয়ে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জিতেশ শর্মা।

ওডিআই বিশ্বকাপের পোস্টার রিলিজ আইসিসির, টুফি থেকে দূরে রোহিত!

দুবাই, ১ আগস্টঃ বাকি আর মাত্র দু’মাস। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে উত্তেজনা চরমে। সেমবার এই মেগা ইভেন্টের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল প্রকাশ করল পোস্টার। আইসিসি মেনস ক্রিকেট বিশ্বকাপ টুফির সঙ্গে ১০টি দলের অধিনায়কদের ছবি। পোস্টারের একেবারে কেন্দ্রে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং জস বাটলারা। অস্ট্রেলিয়া পাঁচ বায়ের ওডিআই

হাসমতুল্লা শাহিনী, শ্রীলঙ্কার দাসুন শনাকা এবং নিউজিল্যান্ডের টম ল্যাথাম। অন্যদিকে কামিন্সের ডান দিকে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন বাবর আজম, দক্ষিণ আফ্রিকার তেন্ডা বাভুমা, বাংলাদেশের তামিম ইকবাল এবং জিম্বাবোয়ের ক্রেগ এরডিন। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৫ অক্টোবর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমোজক ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু



বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন এবং ইংল্যান্ড হল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। টুফির খুব কাছে তারা। আমোজক দেশ ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ছবি টুফি থেকে সামান্য তফাতে। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ডের এখন ক্যাপ্টেন বদল হয়েছ। ইয়ন মর্গানের অবসরের পর ইংল্যান্ডের সীমিত ওভারের দায়িত্ব জস বাটলারের উপর। তাঁর পা দিকে রয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এরপর আফগানিস্তানের অধিনায়ক

করবে। এরপর ১৫ অক্টোবর (আইসিসি নিরাপত্তার কারণে তারিখ বদল করতে পারে) রয়েছে ভারত বনাম পাকিস্তান বহু প্রতিদ্বন্দ্বীত ম্যাচ। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলা হবে ১৫ নভেম্বর মুম্বইয়ের ওয়াংখড়ে স্টেডিয়ামে। পরদিনই দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি রয়েছে ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। তিনটিই দিন রাতের ম্যাচ।

৬ ম্যাচ পর পাওয়া গোলে রোনাল্ডোর নতুন রেকর্ড



রিয়াদ, ১ আগস্টঃ গোল করা যেন তুলেই গিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসরের প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি মোটামুটি ভালো হলেও সমগ্রটা ভালো কাটছিল না তাঁর। প্রতিযোগিতামূলক ও প্রীতি ম্যাচ মিলিয়ে সর্বশেষ ৬টি ম্যাচ ১টিতে জিতেছে তারা। ৬টি ম্যাচ ড্র করেছে, হেরেছি বাকি ২টিতে। এই ৬ ম্যাচে আল নাসর প্রতিপক্ষের জালে ৭ বার বল পাঠিয়েছে। এর মধ্যে একটিও আল নাসরের পুর্তুগিজ তারকার ছিল না। অবশেষে আজ সেই গোলের খরা কাটলেন রোনাল্ডো। আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপে তিউনিসিয়ার ক্লাব মোনাস্তিরের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জিতেছে আল নাসরো। ৭৪ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেছেন রোনাল্ডো। এই গোলে অসাধারণ একটি রেকর্ডও গড়েছেন পুর্তুগালের তারকা। গোলটি তিনি করেছেন ডান প্রান্ত থেকে আসা ক্রস থেকে দুর্দান্ত এক হেডে। রেকর্ডটা এখানেই। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হেড থেকে এটি ১ রোনাল্ডোর ১৪৫তম গোল। হেড থেকে এত গোল এর আগে কেউ করতে পারেননি। হেড থেকে সবচেয়ে বেশি গোল করায় রেকর্ড বহিয়ে রোনাল্ডো পেছেন ফেলেছেন জার্মানির কিংবদন্তি ফুটবলার গার্ড মুলারকে। জার্মানির ১৯৭৪ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য মুলার সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হেড থেকে করেছেন ১৪৪ গোল। আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের এই আসরে আল নাসরের এটি প্রথম জয়। এর আগে গত শুক্রবার সৌদি ক্লাব আল শাবাবের সঙ্গে গ্রুপ ‘সি’তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে আল নাসর। সেই ম্যাচের শুরুর একাদশে ছিলেন না রোনাল্ডো। ৬১ মিনিটে বদলি হিসেবে নেমেছিলেন মাঠে। আজকের জয়ের পর ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে আল নাসর। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধান পিছিয়ে থাকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে আল শাবাব। তৃতীয় স্থানে থাকা মিসরীয় ক্লাব জামালেকের পয়েন্ট ৩। ২ ম্যাচের ২টিতেই হেরেছে মোনাস্তির।

লন্ডন, ১ আগস্টঃ

আসেজ সিরিজে শেষটা ছিল রোমাঞ্চকর। ওভালে পঞ্চম টেস্টের শেষদিনে সিরিজের ফয়সালা হল। শেষদিনে ৪৯ রানে ম্যাচ জেতে ইংল্যান্ড। এই জয়ে সিরিজ ২-২ ব্যবধানে শেষ হয়েছে। একটা সময় অস্ট্রেলিয়া দল সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। ইংল্যান্ড তৃতীয় ও পঞ্চম টেস্ট জিতে নিয়েছে। ড্র হয়েছে চতুর্থ টেস্ট। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইংলিশ টিম অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ট্র্যাডিশনাল উদযাপন করতে অস্বীকার করে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই আসরে নামেন ক্যাপ্টেন বেন স্টোকস। কী সাফাই দিলেন স্টোকস? ফক্স স্পোর্টসের রিপোর্ট অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়া টিমের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের উদযাপন করার ইচ্ছে ছিল না। এতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ টুফি আমাদের বুলিতেই রয়েছে। তবে সিরিজটি খুব কঠিন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল। কিন্তু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট মোটেও দেখা যায়নি। দ্বিতীয় টেস্টে জনি বোয়ারস্টোর স্ট্যাম্পিং বিতর্কের পর ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম বলেছিলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়া টিমের সঙ্গে উদযাপন করতে চান না। অবশ্য পরে ম্যাকালাম বলেন, “এই গল্পের বেশ ভালো একটা লাইন এটি, তাই না? দিন শেষে আমরা সবাই বসে বিয়ার খাব, তাই তো? আসলে এটা দিন শেষে খোঁচাখুঁচিই ছিল।” এদিকে সিডনি মর্নিং হোল্ডকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ডের টিমের মুখপাত্র বলেছেন, ম্যাচের পর দুটি টিমেরই সদস্যরা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার পর পরিবারের সঙ্গে উদযাপন করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে সেলিব্রেশন চলেছে। যে কারণে দুটি টিমকে একসঙ্গে পাওয়া যায়নি। বিতর্কের সাফাই দিতে আসরে নামতে হয় ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন বেন স্টোকসকে। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘ক্লোজিং সেরিমনি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলেছে। যে কারণে চারিদিকে এত কথা হচ্ছে। আমরা ড্রেসিংরুমের পরিবর্তে নাইট ক্লাবে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’



বার্বাডোজ, ১ আগস্টঃ

ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট এবং ওডিআই সিরিজের তুলে শুধুরে টি-২০তে শক্তিশালী দল তৈরি করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৫ সদস্যের দলে রয়েছেন কয়েকজন টি-২০ স্পেশালিস্ট ক্রিকেটার, যারা হার্ডিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। রোভম্যান পাওয়েলের নেতৃত্বে শিমরন হেটমায়ার এবং ওশানে থমাসের প্রত্যাভর্তন হয়েছে। ২৬ বছরের হেটমায়ার একবছর পর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেবেন। শেষবার আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলেছিলেন ১৩ আগস্ট নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ওশানে থমাস ১৯ মাস পর আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে ফিরছেন। এই ফর্মম্যাটে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এদিকে মেজর লিগ ক্রিকেটের কারণে জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন নিকোলাস পুরান। সদ্য এমআই নিউইয়র্ক টিমকে এমএলসির প্রথম সংস্করণের চ্যাম্পিয়ন করেছেন পুরান। ফাইনালে বিশ্বধ্বংসী শতরানের ইনিংস খেলেছিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ ফিরছেন তিনি। এছাড়া ওডিআই ক্যাপ্টেন শেই হোপ ফিরেছেন টি-২০ সিরিজে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-২০ স্কোয়াড। রোভম্যান পাওয়েল (ক্যাপ্টেন), কাইল মেয়ার্স (ভাইস ক্যাপ্টেন), জন্সন চার্লস, রোবিন চেন্ড, শিমরন হেটমায়ার, জেসন হোল্ডার, শেই হোপ, অকিল হোসেন, আলবারি জোসেফ, ব্রেন্ডন কিং, ওয়েদ ম্যাককয়, নিকোলাস পুরান, রোমানিয়া শেফার্ড, ওজিনি স্মিথ, ওশানে থমাস।

এমবাপেকে নিয়ে লিভারপুলে ‘হাসাহাসি’

লিভারপুল, ১ আগস্টঃ ‘শেষ ইয়াও হইল না শেষ’-কির্গিয়াস এমবাপের দলবদল নাটকটা ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের এ সংজ্ঞার মতোই। আজ এ খবর শোনা যায় তো কাল অন্য খবর। গত মাসে চিটি দিয়ে পিএসজিকে আগামী মরসুমের পর আর চুক্তি নবীকরণ না করার বিষয়টি জানিয়ে দেন এমবাপো। তিনি যে পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যেতে চান, তা সবারই জানা। অন্যদিকে তাঁকে পাওয়ার জন্য পিএসজিকে ৬০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। এর মধ্যেই আবার একবার গুঞ্জন ওঠে, তাঁকে বার্সেলোনা নিতে চায়। এরপর আসে চেলসিকে নিয়ে খবর। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন লিভারপুল। ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য ডেইলি মিরর খবর দিয়েছিল, এমবাপেকে ধারে নেওয়ার খবরটি শুনে মজা ধারে নিতে চায় লিভারপুল। বার্সেলোনা এমবাপেকে চাওয়ার খবর আগেই উড়িয়ে দিয়েছে। চেলসি এ বিষয়ে কিছু বলেনি। তবে



লিভারপুলের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ বলেছেন, এমবাপেকে ধারে নেওয়ার খবরটি শুনে মজা পেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা নাকি হাসাহাসিও করেছেন। প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে লিভারপুল এখন আছে

সিদ্ধাপুরে। সেখানে বসেই লিভারপুলের এমবাপেকে এক বছরের জন্য ধারে নেওয়ার খবরটি পান ক্লপ। এ খবর শোনার পর সিদ্ধাপুরে লিভারপুল দলের প্রতিক্রিয়া কী ছিল, স্কাই জার্মানির সঙ্গে কথা বলার সময়

জানিয়েছেন ক্লপ। সিদ্ধাপুরের কালাংয়ে আগামীকাল বার্লান মিউনিখের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে লিভারপুল। এ ম্যাচের আগের স্কাই জার্মানিকে এমবাপের খবরটি নিয়ে ক্লপ বলেছেন, “আমরা এটা নিয়ে হেসেছি।” এমবাপের সঙ্গে কোনও ধরনের চুক্তি করাি লিভারপুলের পক্ষে সম্ভব নয় বলে মনে করেন দলটির জার্মান কোচ। বেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ক্লপ, “সত্যিকার অর্থেই সে ভালো একজন খেলোয়াড়। কিন্তু আর্থিক শর্তটা আমাদের জন্য মানানসই নয়।” এরপর অবশ্য একটা ‘কিন্তু’ও রেখে দিয়েছেন ক্লপ, “গল্পটা আমি এখানেই নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু আমি যদূর জানি, এমন কিছু হচ্ছে না।” ক্লপ অবশ্য এরপর আবার মজাই করেছেন, “আবার এমনও হতে পারে ক্লাবের কেউ কোনও প্রস্তুতি নিচ্ছে। হয়তো আমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এখানে আমার আট বছরে এমন কিছু হয়নি। এটাই হয়তো প্রথম হবে!”

ফের সেঞ্চুরি রিয়ান পরাগের, ফাইনালে শাহবাজরা

বরোদা, ১ আগস্টঃ ওয়েস্ট জোনের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিতে দেওয়ার টুফির ফাইনালে জয়গা করে নিল ইস্ট জোন। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ সাউথ জোন। মায়াক আগরওয়ালের নেতৃত্বাধীন সাউথ জোন গ্রুপ পর্বে তাদের শেষ ম্যাচ খেলেছে। সাউথ জোনের ম্যাচটির ওপর নির্ভর করবে, গ্রুপ সেবা হয়ে ফাইনালে কে যাচ্ছে। ইস্ট জোনের বিশাল ব্যবধানে জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন রিয়ান পরাগ। কয়েক দিন আগেই শতরান এবং ৪ উইকেটে নজরকাড়া পারফর্ম করেছিলেন। এ দিন আরও একটা অপরাজিত শতরান রিয়ানের। ইস্ট জোন বনাম ওয়েস্ট জোন ম্যাচটি ছিল সেমিফাইনাল। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইস্ট জোন অধিনায়ক



সৌরভ তিওয়ারি। দুই ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরয়ণ এবং উৎকর্ষ সিং ৫৯ রানের জুটি গড়েন। অভিমন্যু ফেরেন ৬৮ রানে। উৎকর্ষ অর্ধশতরান করেন। বিরাট সিংয়ের অবদান ৪২। পর পর ঋষভ দাস এবং অধিনায়ক সৌরভ তিওয়ারির উইকেট হারিয়ে ফের চাপে পড়ে ইস্ট জোন। এরপরই রিয়ান পরাগের অনবদ্য এবং বিধ্বংসী ইনিংস। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন কিপার-ব্যাটার কুমার কুশপ্রা। উল্টোদিকে, অতীত শেট, রাজর্ধন

হার্ডিক দেশাই ৯২ বলে ৯২ রান করেন। উল্টোদিক থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট নিতে থাকে ইস্ট জোন। দলীয় ৫২ রানে খাতা খোলার আগেই শিবম দুবকে ফেরান মুরাসিং। সেখান থেকেই কার্যত হাল ছেড়ে দেয় ওয়েস্ট জোন। মণিশঙ্কর মুরাসিং ৫ উইকেট, উৎকর্ষ সিং ৬ উইকেট (নে।) ১টি করে উইকেট আকাশ দীপ ও শাহবাজ আহমেদের। ফাইনালে ইস্ট জোন গেলবে সাউথ জোনের বিরুদ্ধে।

বলবদল নিয়ে বিতর্ক-প্রশ্ন তুললেন খোয়াজা, পন্টিং

লন্ডন, ১ আগস্টঃ অ্যাশেজের শেষ টেস্টের শেষ ইনিংসে বল পরিবর্তন নিয়ে নিজেদের অসন্তোষ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ওপেনার উসমান খাজা পরিবর্তিত বলকে কোনোমতেই ‘পুরনো’ মানতে রাজি নন। এদিকে প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং এই ঘটনাকে খতিয়ে দেখা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন। ওভালে চতুর্থ দিনের বিকেলে মার্ক উডের বাউলার আঘাত করে খোয়াজার হেলমেটে, ম্যাচের সেটি ৩৭তম ওভার। সে সময় কনকশন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয় খোয়াজাকে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনারের হেলমেটে এত জোরে আঘাত করেছিল বল, বল্লাতে হয় হেলমেট ও বল দুটিকেই। তবে এরপর ইংল্যান্ডকে যে বল দেন দুই আম্পায়ার জোয়েল উইলসন ও কুমার ধর্মসেনা, সেটি তুলনামূলক বেশ নতুন দেখতে ছিল। আগের বলটির চেয়ে পরেরটিতে তুলনামূলক বেশি মুভমেন্ট ছিল, ছিল বাউন্সও। গতকাল শেষ দিনে ৬৮৪ রানের লক্ষ্যে একসময় ৬ উইকেটে ২৬৪ রান তুলে ফেললেও এরপর ধসে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। ৪৯ রানের জয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় ইংল্যান্ড। পরিবর্তিত বল নিয়ে চতুর্থ দিনেই প্রশ্ন তুলেছিলেন খোয়াজা। আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনাকে এই বলে বেশি মুভমেন্ট হচ্ছে, এমন ইশারাও করতে দেখা যায় তাঁকে। বৃষ্টির কারণে আগেভাগেই খেলা শেষ হয় যাওয়ার পর গতকাল আবারও সেই বলের সামনে পড়েন খোয়াজারা। ম্যাচ শেষে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইট ক্রিকেটডটকমডটএইউ খোয়াজা বলেছেন, “আমি তখনই কুমারকে (ধর্মসেনা) গিয়ে বলেছি, এ বল মোটেও আগে যেটি দিয়ে খেলাছিলাম, সেটির মতো নয়। আমি তো এখানে লেখা (বলের লোগো) দেখতে পাচ্ছি। এ অ্যাশেজ সিরিজে যেসব বল দিয়ে খেলেছি, এটিকে সবচেয়ে শক্ত মনে হচ্ছে। আর আমি কিন্তু প্রতি ইনিংসেই নতুন বলেই ইনিংস ওপেন করেছি।” ক্রিকেটডটকমডটএইউ বলেছে, বল পরিবর্তনের আগে ইংলিশ বোলাররা অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের মাত্র ১৬ শতাংশ ফলস শট (খেলতে গিয়ে মিস করা) খেলতে বাধ্য করেছিলেন, যেখানে বল পরিবর্তনের পরের ১০ ওভারে সেটি প্রায় ৫০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। খোয়াজা বলেছেন, আগের বলে রিভার্স সুইং মিলছিল, সেখানে

নতুনটিতে একেবারে সুইং পাচ্ছিলেন ইংলিশ বোলাররা। চতুর্থ দিন দারুণ প্রতিরোধ গড়লেও শেষ দিনের সকালের প্রথম ঘণ্টাতেই ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ক্রিস ওকসের বলে এলবিডব্লু হওয়ার আগে আরেক আম্পায়ার জোয়েল উইলসনকেও বল নিয়ে প্রশ্ন করেন খোয়াজা, “আমি আজ (গতকাল) জোয়েলকে প্রশ্ন করি, আমরা এখন এ বল কীভাবে ব্যবহার করছি? এটা বেশ নতুন। জবাবে তিনি বলেন, বায়েস আর কিছু ছিল না।” আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ইনিংসের যেকোনো পর্যায়ে কোনও বলকে আম্পায়াররা বোলার অনুপযুক্ত মনে করলে সেটি বদলানো যাবে। তবে পরিবর্তিত বলটি হতে হবে আগের বলটির কাছাকাছি কন্ডিশনের। খোয়াজা বলছেন, আইসিসির এদিকে নজর দিতে হবে, “ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, বক্সে যদি কাছাকাছি বল না থাকে, তাহলে আপনি এটি বদলাতে পারেন না। ব্যাটিং দল হিসেবে এটি আমাদের জন্য হতাশার, কারণ ৩৬

কাছাকাছি কন্ডিশনের। খোয়াজা বলছেন, আইসিসির এদিকে নজর দিতে হবে, “ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, বক্সে যদি কাছাকাছি বল না থাকে, তাহলে আপনি এটি বদলাতে পারেন না। ব্যাটিং দল হিসেবে এটি আমাদের জন্য হতাশার, কারণ ৩৬

ওভার এত খাটুনির পর তারা বল বদলে ফেলল। ওপেনার হিসেবে এত খাটলেন সেখানে পৌঁছাতে, এরপর আবারও নতুন বলেই খেলতে হচ্ছে আপনাকে।” সেই বলে এতটা সহায়তা ইংল্যান্ড পেরেছে, ৮০ ওভারের পর নতুন বল নেওয়ার অপশন থাকলেও সেটি তারা নেয়নি। আগের বলেই ৯৪.৪ ওভার পর্যন্ত বোলিং করেছে তারা। খোয়াজা বলেছেন, “দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্রিকেটে মাঝেমধ্যে এসবের মুখোমুখি হতে হয়। হয়তো ন্যায্য মনে হয় না, কিন্তু আশা করি, আইসিসি এটি থেকে শিখবে এবং বল বদলানোর প্রক্রিয়ার দিকে নজর দেবে।” এদিকে স্কাই স্পোর্টসে আম্পায়ারদের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তিনি বলেন, “আমি বুকেই উঠতে পারছি না, দুজন আন্তর্জাতিক আম্পায়ার, যারা এর আগে অনেকবার এ কাজ করেছেন, তারা এমন ভুল কীভাবে করেন। এটা এ ম্যাচে বিশাল একটি ভুল। আমার মনে হয়, এটি খতিয়ে দেখা উচিত-বক্সে কাছাকাছি কন্ডিশনের বল ছিল কি না, নাকি আম্পায়াররা যেকোনো একটা তুলে নিয়ে ভেবেছেন যে তাতেই চলবে।”

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • দবম সংখ্যা • ১ আগস্ট ২০২৩

রক্তাল্পতা ও তার চিকিৎসা

- প্রস্টেটের সমস্যা
- সঠিক চিকিৎসা প্রস্টেট ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব
- ইউরোলজিস্টের পরামর্শ
- হার্ট অ্যাটাক কি প্রতিরোধ করা সম্ভব
- সঠিক সময়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা
- রক্তের ক্যান্সার
- বংশগত রক্তের অসুখ, থ্যালাসেমিয়া
- অ্যানিমিয়া ও নারীসমাজ
- প্রোটিন ও ইউরিক অ্যাসিড

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন
www.suchikitsa.in